

৪৬৮১

কবিতা সংগ্রহ।

[Poetical Selection.]

—*****—

জিৎকেশনাথ ভট্টাচার্য্যের কৃত ।

—***—

হালী

বুধোদয় যন্ত্রে

জিৎকেশনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৭৮ ।

—****—

মূল্য দুই আনা।

কবিতা সংগ্রহ।

[Poetical Selection.]

—*****—

শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কৃত।

—*****—

ভগলী

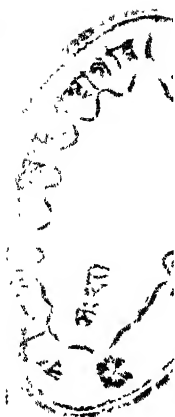
বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৮।

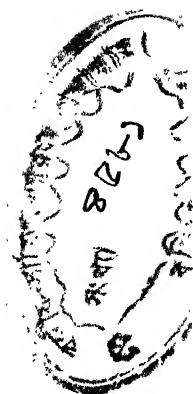
—*****—

মূল্য ছয় আনা



কবিতা সংগ্রহ ।

রামের বিবাহ ।



গালে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন ।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইলাম শরণ ॥
দশরথ বলিলেন জনক রাজারে ।
শরণ লইলাম দিয়া এ চারি কুমারে ॥
দুই রশজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ ।
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুজন ॥
হেন বেশ ভূষণ করায় সখীগণ ।
বাহাতে মোহিত হয় ত্রীরামের মন ॥
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী ।
তোলাজলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী ॥
টিবিনেতে কেশে করে জলের মার্জন ।
অঙ্গে অঙ্গে আভরণ দিতেছে তৎক্ষণ ॥
কপালে দিলেক তাঁর নির্ঝল সিন্দূর ।
বালমূর্খ্য সম তেজঃ দেখিতে প্রচুর ॥

নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সূহকারে ।
 পাটের পাছড়া দিল সর্কল শরীরে ॥
 চঞ্চল নয়ন মেলি কজ্জলের রেখা ।
 কামের কামান যেন গুণে যায় দেখা ॥
 গলায় তাহার দিল হার ঝালিমিলি ।
 বুকে পরাইয়া দিল সোণার কাঁচলি ॥
 উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময় ।
 সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণধর ॥
 দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিত বিলক্ষণ ।
 শঙ্খের উপর সাজে সোণার কঙ্কণ ॥
 বসন পরায় তারে সুন্দর প্রচুর ।
 দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর ॥
 সুবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী ।
 চারি দিগে জ্বালি দিল সোহাগের বাতী ॥
 চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলক্ষণ ।
 তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন ॥
 পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সীতা নমস্কার করে ।
 প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে ॥
 অন্তঃপাট ঘুচাইল যত বন্ধুজন ।
 সীতা রামে পরস্পর হইল দর্শন ॥
 জলধারা দিয়া তারা কন্যা নিল পরে ।
 শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে ॥

বরকে আন্বিত আজ্ঞা করে সখীগণ ।
 আসিয়া ককট্‌ রাম বচীর পূজন ॥
 হাতে ধরি আনাইল রামেরে তখন ।
 সীতার হাতে ধরি তোল বলে বন্ধুজন ॥
 তখন ভাবেন মনে সীতা ঠাকুরাণী ।
 পায়ে হাত দেন পাছে রাম গুণমণি ॥
 করিলেন সীতা বাম হস্তে শঙ্খধনি ।
 হাতে ধরি সীতারে তোলেন রঘুমণি ॥
 স্ত্রী লোকেয়া পরিহাস করে সেই ঠায়ে ।
 কেহ বলে হাতে ধরে কেহ বলে পায়ে ॥
 পূর্বাপর বর কন্যা হইল দুই জনে ।
 রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন লগনে ॥
 কন্যা দান করে রাজা বিবিধ প্রকারে ।
 পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে ॥
 বহু দাস দাসী রাজা দিল কন্যা বরে ।
 জলধারা দিয়া কন্যা বর লইল ঘরে ॥
 রাজরাণী গিয়া ঘরে করিল রন্ধন ।
 কন্যা বর দুই জনে করিল ভোজন ॥
 সাজায় বাসর ঘর যত সখীগণ ।
 রাম সীতা তাহাতে বঞ্চেদ দুই জন ॥
 সানন্দ হইল সব মিথিলা ভুবন ।
 রামকে দেখিতে যায় যত নারীগণ ॥

পরিহাস করে সবে রামের সহিত ।
 তুমি যে জানকীপতি এ বঁহে উচিত ॥
 এক কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল ।
 সীতা বড় সুন্দরী তুমি হে বড় কাল ॥
 হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর ।
 সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর ॥
 এইরূপে চারি ভাই লইয়া সুন্দরী ।
 নানা স্মৃথে কোঁতুকে বঞ্ঝেন বিভাবরী ॥
 প্রভাত হইল রাত্রি উদিত তপন ।
 সভা করি বসিলেন যত বন্ধুগণ ॥
 সে রাত্রি থাকেন রাম তথা পূর্ববৎ ।
 প্রাতঃকালে বিদায় মাগেন দশরথ ॥
 রাম সীতা চতুর্দোলে করি আরোহণ ।
 দীন দ্বিজ হুঃখীরে করেন বিতরণ ॥
 দিব্য বস্ত্র পরিধান মাথায় টোপর ।
 দূষাদলশ্যাম রাম হাতে ধনুঃশর ॥
 তিন জাভা চাপিলেন তিন চতুর্দোলে ।
 পরম আনন্দে রাজ্য অযোধ্যায় চলে ।
 লক্ষ লক্ষ চুস্ব দিয়া বদন কমলে ।
 জানকীরে জন্মক করিয়া কোলে বলে ॥
 করিলাম বহু হুঃখে তোমাকে পালন ।
 বারেক মিথিলা বলি করিছ স্মরণ ॥

স্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিও স্মৃতি ।
 রাগ ঘেব অক্ষুরা না কর কার প্রতি ॥
 সুখ দুঃখ না ভাবিও যে থাকে কপালে ।
 স্বামী সেবা সীতা না ছাড়িও কোনকালে ॥
 বিয়ারী বছরী সব আসিয়া তখন ।
 গলায় ধরিয়া সবে যুড়িল ক্রন্দন ॥
 অমা সবা এড়িয়া চলিল হে জানকী ।
 আরো কি হইবে দেখা সীতা চন্দ্রমুখী ॥
 রাম সীতা বিদায় করিলেন জনক ।
 দরিদ্রে দিলেন ধন সহস্র সঙ্খ্যক ॥

কৃষ্ণিবাস ॥

রাজা দশরথের নিকটে কেকয়ীর
 বর প্রার্থনা ।

ভূপতি বলেন প্রিয়ে নিজ কথা বল ।
 সত্য করি যদ্যপি তোমারে করি ছল ॥
 যেই দ্রব্য চাহ তুমি তাহা দিব দান ।
 আছুক অন্যের কায দিতে পারি প্রাণ ॥
 কেকয়ী বলেন সত্য করিল্য আপনি ।
 অষ্ট লোকপাল সাক্ষী শুন সত্যবানী ॥

এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন ।
 আর বরে জীরামেরে পাঠাও কানন ॥
 চতুর্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে ।
 ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে ॥
 দুরন্ত বচনে রাজা হইয়া মুচ্ছিত ।
 অচেতন হইলেন নাহিক সম্বিত ॥
 কেকয়ী বচন যেন শেল বুকে ফোটে ।
 চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে ॥
 মুখে ধূলা উঠে রাজা কাঁপিছে অন্তরে ।
 হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে ॥
 পাণ্ডীয়াসি আমারে বধিতে তোর আশা ।
 স্ত্রী পুরুষে যত লোক কহিবে কুভাষা ॥
 রাম বিনা আমার নাহিক অন্যগতি ।
 আমারে বধিতে তোরে কে দিল এ মতি ॥
 রাজ্য ছাড়ি যখন জীরাম যাবে বন ।
 সেই দিনে সেই ক্ষণে আমার মরণ ॥
 স্বামী যদি থাকে তবু নারীর সম্পদ ।
 তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ ॥
 স্বামিবধ করিয়া পুত্রেরে দিবি রাজ্য ।
 চণ্ডাল হৃদয় তোর করিলি কি কার্য্য ॥
 এই কথা ভরত যদ্যপি আসি শুনে ।
 আপনি মরিবে কি মারিবে সেই ক্ষণে ॥

মাতৃবধ ভরে যদি নাহি নয় প্রাণ ।
 করিবে তথাপি তোর বহু অপমান ॥
 বিষদন্তে দংশিল এ কাল ভুজঙ্গিনী ।
 তোরে ঘরে আনিয়া মজিনাম আপনি ॥
 কোন্ রাজা আছে হেন কামিনীর বশ ।
 কামিনীর কথাতে কে ত্যজিবে ঔরস ॥
 পরমায়ু থাকিতে বধিলি মম প্রাণ ।
 পায়ে পড়ি কেকয়ী করহ প্রাণদান ॥
 কেকয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে ।
 সর্ষাপ তিতিল তার নয়নের জলে ॥
 প্রভাতে বসিব কল্য সভাবিদ্যামানে ।
 পৃথিবীর যত রাজা বসিবে সেন্থানে ॥
 অধিবাস রামের হইল সবে জানে ।
 কি বলিয়া ভাণ্ডাইব সে সকল জনে ॥
 ক্ষমা কর কেকয়ী করহ প্রাণ রক্ষা ।
 নিজ মোহাগের তুমি বুঝিলা পরীক্ষা ॥
 স্ত্রীবাধ্য না হয় কেহ আমার এবংশে ।
 তোর দোষ নাই আমি মজি নিজ দোষে ॥
 কেকয়ী বলেন সত্য আপনি করিলা ।
 সত্য করি বর দিতে কাতর হইলা ॥
 সত্য ধর্ম তপ রাজা করি বহু অমে ।
 সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেক রামে ॥

সত্য লঙ্ঘে যে তাহার হয়, সর্বনাশ ।
 যে সত্য পালন করে স্বর্গে তার বাস ॥
 যত রাজ্য হইলেন চন্দ্র সূর্য্যবংশে ।
 সে সবার যশ গুণ সকলে প্রশংসে ॥
 দিল সত্য করিয়া আমারে দুই বর ।
 এখন কাতর কেন হও ছপবর ॥
 নারীর মায়ায় সন্ধি পুঙ্খবে কি পায় ।
 দশরথ পড়িলেন কেকয়ী মায়ায় ॥

কৃষ্ণিবাস ।

সীতা হরণে রামের বিলাপ ।

সীতার শোকেতে, মনের দুঃখেতে, মূচ্ছিত রঘুরায় ।
 কান্দিয়ে কাতর, নব জলধর, ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥
 কটির বাঁকল, খসিয়ে পড়িল, শরীর ভাসিল জলে ।
 শিরের জটা, মেঘের ঘটা, লোটায়ে পড়িল ধূলে ॥
 হাতের ধনু, লোটার তনু, অবশ হইল শোকে ।
 অধৈর্য্য হইয়ে, আকুল কান্দিয়ে, জানকী বলিয়ে ডাকে ।
 কোথা চন্দ্রাননি, চম্পক বরগি, চন্দ্রনিন্দিত বাহার দে ।
 মোহাগে অতুলি, সোণার পুতলি, হিয়াহতে নিল কে ।
 গুণেতে অসীমা, কাঞ্চনপ্রতিমা, কেশরী জিনিয়ে কটি ।

ভুজঙ্গদলনী, বাহুর বলনি, রাতুল চরণ হুটী ॥
 কুরঙ্গনয়নী, মাতঙ্গগামিনী, ভুজঙ্গ জিনিয়ে কেশ ।
 সীতারে না হেরে, পরাণ বিদরে, মরণ ঘটিল শেষ ॥
 এ তাপ কে দিল, পরাণে বধিল, হরিল মৃগাক্ষমুখী ।
 আর না হেরিব, কতনা খুরিব, মরিব গরল ভাখি ॥
 ধিক্ মোর আঁখি, সীতা নাদেখি, আরকার মুখ দেখে ।
 ধিক্ রে জীবন, হারায়ে সেধন, এদেহে কেন বা থাকে ॥
 এত বলি রাম, দেখিয়ে পাষণ, অঙ্গ আছাড়ে তাতে ।
 শিরে শিলাঘাত, করিতে নির্ঘাত, লক্ষ্মণ ধরেন হাতে ।
 কাতর হেরিয়ে, কোলেতে করিয়ে, স্মিত্রাতনয় কয় ।
 প্রভু,

সুবোধ হইয়া, অঙ্গনা লাগিয়া, এত করা উচিত নয় ॥
 স্নাত পরিবার, কেবা বল কার, যেমত রক্তের ছায়া ।
 জলবিশ্ব প্রায়, সকল মিছাময়, কেবল ভবের মায়া ॥
 প্রভু কর শুন, প্রাণের লক্ষণ, রাজ্য ধন পিতা নাই ।
 তাতে নাহিখেদ, সীতারবিচ্ছেদ, পরাণে সহেনা ভাই ।
 জনক জননী, বাহুব ভগিনী, যত পরিবার লোক ।
 সবার হইতে, পরাণ দহিতে, নারীর বড়ই শোক ॥
 কমঠ কঠোর, কঠিন হৃদয়, সে ধনু ভাঙ্গিতে আমি ।
 যতদুখ পাই, সজেছিলে ভাই, সকলি দেখিলে তুমি ॥
 জনকসভাতে, মোর হাতেহাতে, সুপে দিল স্নকুমারী ।
 ধনুক ভাঙ্গাধন, নিল কোনজন, বুকেতে মারিয়ে ছুরি ।

অযোধ্যাতবন, যাব মা লক্ষ্মণ, এমুখ দেখাব কার ।
 জানকীর পিতে, জনক সুধাতে, কি বলিব বল তাঁর ।
 যখন দাঁড়ায়ে, সম্মুখ হইয়ে, কহিব 'এ সব কথা ।
 চোদ্দবছর পরে রাম এলি ঘরে, জানকী আমার কোথা ।
 এই কথা তিনি, সুধাইলে আমি, কি বলিব তাঁর চাই ।
 কিকথা কহিব, কেমনে বলিব, জানকী তোমার নাই ॥
 আমার,

গিয়াছে সকল, পরেছি বাকল, ধরেছি কাঞ্চালীর
 বেশ ।

এতদুখ পাই, প্রাণ ছিল ভাই, সীতাহতে হলো শেষ ॥
 সীতা মোর মন, সীতা প্রাণ ধন, সীতা নয়নের তারা ।
 সীতা বিনা প্রাণ, বাঁচেনা লক্ষ্মণ, যেন কণী মণিহার ।
 আমার হৃদয়, পিঞ্জর সম হয়, সীতা ছিল তাহে মারি
 বিহঙ্গী উড়িল, পরাণে মারিল, পিঞ্জর রহিল পড়ি ॥
 দেশেদেশে যাব, ভিক্ষামেগে খাব, কুণ্ডল পরিব কাণে
 নহে ॥

ঘুচাইতাপ, সাগরেতে ঝাঁপ, দিয়েত্যজি পোড়া প্রাণে ॥
 কি কব কাহারে, পরাণ বিদরে, ছিয়ার মাঝার হতে
 কে নিল আমারি জনক ঝিয়ারি সোণার ভরসী সীতে

কৃষ্ণবাস ।

অশোক বনে হনুমানের সীতা দর্শন ।

চারি ভিতে হনুমান করে নিরীক্ষণ ।
 নানা বর্ণ পুষ্পযুক্ত অশোক কানন ॥
 পিকগণ কুহরে ঝঙ্কারে অলিগণ ।
 প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনে মন ॥
 অশ্বেষণ করিতে হইল এই বন ।
 এখানে যদ্যপি পাই সীতা দরশন ॥
 শিশুপার রক্ষা বীর দেখে উচ্চতর ।
 লক্ষ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর ॥
 রক্ষিতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন ।
 নানা বর্ণ রক্ষ দেখে অতি সুশোভন ॥
 রাজ্য বর্ণে কত গাছ দেখিতে সুন্দর ।
 মেঘ বর্ণে কত গাছ দেখে মনোহর ॥
 ঠাণ্ডি ঠাণ্ডি দেখে তথা স্বর্ণ নাটশালা ।
 পরিজন লইয়া রাবণ করে খেলা ॥
 নানা বর্ণে রক্ষ দেখে নানা বর্ণে লতা ।
 মনে চিন্তে হনুমান হেথা পাব সীতা ॥
 চেড়ি সব দেখে তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর ।
 পর্বত প্রমাণ হাতে লোহার মুদার ॥
 নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি ।
 চেড়ি সব ঘিরিয়াছে সুন্দর জ্ঞানকী ॥

গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিন দুর্বলা ।
 দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীন কলা ॥
 দিবাভাগে যেন চন্দ্র কলার প্রকাশ ।
 জীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস ॥
 জীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন ।
 সীতাদেবী চিনিলেন পবন বন্দন ॥
 সীতা রূপ দেখি কান্দে বীর হনুমান ।
 সূত্রী বলিল যত হইল বিদ্যমান ॥
 ইহা লাগি বালি রাজা পাইল মরণ ।
 ইহা লাগি জীরামের সূত্রী বিনয় ॥
 ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তর ।
 ইহা লাগি একেশ্বর লজ্জিতু সাগর ॥
 ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতারাতি ।
 এই সে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী ॥
 দেখিয়া সীতার দুঃখ কান্দে হনুমান ।
 অনুমানে যে ছিল দেখিল বিদ্যমান ॥

দ্বিতীয় প্রহর রাতে উঠিল রাবণ ।

চন্দ্রোদয় হইয়াছে উপরে গগন ॥
 শ্রুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর ।
 ধবল রজনী দেখি বিচিত্র সুন্দর ॥
 মধুপানে রাবণ হইয়া হতজ্ঞান ।
 বলে চল বাই হে সীতার নিকেতন ॥

রাবণের সঙ্গে চলে রাণী মন্দোদরী ।
 রূপে আলে। করিছে কনক লঙ্কাপুরী ॥
 চামর তুলায় কেহ কার হাতে বারি ।
 দিব্য নারায়ণ তৈলে দেউটি সারি সারি ॥
 হনু বলে রাবণ করিল আশুসার ।
 বুঝিব সীতার সঙ্গে কি করে আচার ॥
 কুড়ি চক্ষুে দশানন চারি দিকে চাহে ।
 সীতার নিকটে আসে কভু ভাল নহে ॥
 কি বলে রাবণ রাজ্য। কি বলে জানকী ।
 শুনিলারে আশুসরে মাধুতি কোতুকী ॥
 দুই পদ রাখিলেক ডালের উপর ।
 গাত্র বাড়াইয়া গেল সীতার গোচর ॥
 রাবণ দেখিয়া সীতা কাঁপিল অন্তর ।
 মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবর ॥
 দুই হাতে বক্ষঃস্থল ঢাকিল জানকী ।
 লাবণ্য ঢাকিতে পারে হেন শক্তি কি ॥
 রাবণ বলিল সীতা কারে তব ডর ।
 দেবতা আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর ॥
 বলে ধরি আনিয়াছি এই ত্রাস মনে ।
 ব্রাহ্মসের জাতি-ধর্ম বলে ছলে আনে ॥
 ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার সুবদন ।
 কি পদ্বি কি সুধাকর জ্ঞান করে মন ॥

দুই কর্ণে শোভে তব রত্নের কুণ্ডল ।
 দেখি নবনীত প্রায় শরীর কোমল ॥
 মুষ্টিতে ধরিতে পারি তোমার কাঁকালি ।
 হিঙ্গুলে মণ্ডিত তব চরণ অঙ্গুলী ॥
 করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে ।
 হইয়া আমার ভাষা থাক নানা স্মৃখে ॥
 বাঘের অত্যাগ্নি ধন অত্যাগ্নি জীবন ।
 তোকে শোকে ফিরে রাম করিয়া ভ্রমণ ॥
 এখনো কি আছে রাম মনে হেন বাসে ।
 বনের মধোতে তারে থাইল রাক্ষসে ॥
 কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী সীতা ।
 নরকলোকে তোমারেতো কে বলে পণ্ডিত ॥
 নানা রত্ন পূর্ণ আছে আমার ভাণ্ডার ।
 আশ্রয় কর সুন্দরী সে সকলি তোমার ॥
 তোমার সেবক আমি তুমিতো ঈশ্বরী ।
 তোমার আজ্ঞাতে লয়ে যাই অন্তঃপুরী ॥
 তোমার চরণ ধরি করি হে ব্যগ্রতা ।
 কোপ তাজি মোর কথা শুন দেবী সীতা ॥
 কাণে পায়ে নাহি পড়ে রাজ্য দশানন ।
 দশ মাথা লোটাইলাম তোমার চরণ ॥
 রাবণের বাক্যে সীতা কুপিয়া অন্তরে ।
 কহেন রাবণ প্রতি অতি ধীরে ধীরে ॥

অস্বার্থিক নহি আমি রামের শ্রুন্দরী ।
 জনক রাজার কন্যা আমি কুলনারী ॥
 রাবণেরে পাছু করি বৈসে ক্রোধ মনে ।
 গালাগালি পাড়ে মীতা রাবণ তা শুনে ॥
 নাহি ছেন পণ্ডিত বুঝায় তোরে হিত ।
 পণ্ডিতে কি করে তোর মৃত্যু উপস্থিত ॥
 শূণ্য হইয়া তোর সিংহে যার সাদ ॥
 সবংশে মরিবি রে শ্রীরাম মনে বাদ ॥
 তোর প্রাণে না সহিবে শ্রীরামের বাণ ।
 পলাইয়া কোথাও না পাবি পরিত্রাণ ॥
 অমৃত খাইয়া যদি হইস্ রে অমর ।
 তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর ॥
 লঙ্কার প্রাচীর ঘর তোর অহঙ্কার ।
 শ্রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার ॥
 সাগরের গর্ভ যে করিস্ চুরাচার ।
 রামের বাণের তেজে কোথা কণা তুং ॥
 অতঃপর দুহুঁ তোরে আমি বলি হিত ।
 আমা দিয়া রামের সঙ্গে করহ পীরিত ॥
 আমার সেবক তুই कहিলি আপনি ।
 সেবক হইয়া কোথা লাজে ঠাকুরানী ॥
 যার পায়ে পড়ি সেই হয় গুরুজন ।
 পায় পড়ি বলিস্ কেন কুৎসিত বচন ॥

পিতৃসত্য পালিতে রামের বনবাস ।
 ক্রোধে শাপ দিলে তাঁর সত্য হয় নাশ ॥
 কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুবাধী ।
 তোরা শক্তি তুলাইবি রামের ঘরনী ॥
 রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা ।
 রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা ॥
 এত যদি সীতা দেবী বলিলেন রোষে ।
 মনে সাত পাঁচ ভাবে রাবণ বিশেষে ॥
 আসিবার কালে আমি বলেছি বচন ।
 এক বর্ষ সীতা তোরে করিব পালন ॥
 বৎসরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাস ।
 বৎসরের মধ্যে তোরা যায় দশ মাস ॥
 সহিবেক আর দুই মাস দশস্কন্ধ ।
 দুই মাস গেলে তোরা যে থাকে নির্বন্ধ ॥
 জানকী বলেন রাজা না বল কুৎসিত ।
 আমি লাগি মরিবে এ দৈবের লিখিত ॥
 দেবতা সদৃশ রাম তুমি নিশাচর ॥
 গকড় বারস দেখ অনেক অন্তর ॥
 জীরাম হইতে তোরা দেখি বহু দূর ।
 রাম সিংহ দেখি তোরে যেমন কুকুর ॥
 এত যদি বলিলেন কর্কশ বচন ॥
 সীতারে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ ॥

হাতে করি নিল বীর খাণ্ডা খরধার ।
 কুড়ি চক্ষু ফিরে যেন আকাশের তারা ॥
 এ খাণ্ডায় কাটিয়া করিব দুই খানি ।
 আর যেন নাহি বল দুরন্ধর বাণী ॥
 চেড়ীগণ আছে সব রাবণের আডে ।
 আডে থাকি তাহার। সীতারে চক্ষু ঠারে ॥
 তবু ভয় নাহি করে রামের সূন্দরী ।
 রাবণেরে ভৎসে সেই কালে মন্দোদরী ॥
 দেবতা গন্ধর্ব নহে জাতি যে মানুষী ।
 কত বড় দেখে প্রভু জানকী রূপসী ॥
 নেউটিল দশানন রাণীর প্রবোধে ।
 চেড়ীগণে মারিবারে যায় বড় ক্রোধে ॥
 চেড়ীগণে ডাকে সে যাহার যেই নাম ।
 চেড়ীগণ দ্রুত গিয়া করিল প্রণাম ॥
 কহিল রাবণ চেড়ী সকলের কানে ।
 বুঝাও সীতার ভালমতে রাত্রি দিনে ॥
 কক্ষ বাক্য না বলিহ বলিহ পারিতি ।
 ভালমতে বুঝাইয়া লহ অনুমতি ॥
 ঘরে গেল দশমুখ ঠেকাইয়া চেড়ী ।
 সীতারে মারিতে সবে করে ছড়াছড়ি ॥
 কোন চেড়ী আইল সে নাম বজ্রধারী ।
 চুলে ধরি সীতারে দিল চাকড়াউরি ॥

মারিতে কাটিতে চাহে কার নাহি ব্যথা ।
 প্রাণে আর কত সবে কান্দিছেন সীতা ॥
 বস্ত্র না সম্বরে সীতা কেশ নাহি ধাক্কে ।
 শোকেতে ব্যাকুল ভূমি লোটাঁইয়া কান্দে ॥
 হনুমান মহাবীর আছে রক্ষডালে ।
 রোদন করেন সীতা সেই রক্ষতলে ॥
 কোথা গেলে প্রভু রাম কোশল্যা শাশুড়ী ।
 অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী ॥
 যদি হয় লঙ্কায় রামের আগমন ।
 সবংশে নির্বংশ হয় রাক্ষসের গণ ॥
 এত দুঃখ পাই যদি শুনিতেন কাণে ।
 লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে ॥
 হেন কালে অন্তরীক্ষে থাকে যদি চর ।
 মোর দুঃখ কহে গিয়া প্রভুর গোচর ॥
 অমনি অন্নরাম বাণী উপর হইতে ।
 মৃত স্রুধা ধার হেন পশে প্রতিপথে ॥
 মাথা তুলি সচকিতে সে গাছ নেহালে ।
 হনুমান বীরে দেবী দেখেন সে ডালে ॥
 সীতা হনুমান দৌহে হইল দর্শন ।
 যোড়হাতে মাথা নোঙার পবননন্দন ॥
 জানকী বলেন বিধি বিগুণ আমার ।
 রাবণের দূত বুঝি আমারে ভুলায় ॥

নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ ।
 রামদূত রূপে বুঝি করে সন্তাষণ ॥
 দশ মাস করি আমি শোকে উপবাস ।
 মম সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস ॥
 স্বরূপেতে ছও যদি জীরামের চর ।
 আমার বয়েতে তুমি হইবে অমর ॥
 হে দূত কি নাম ধর থাক কোন্ দেশে ।
 কি হেতু আইলা হেথা কাহার আদেশে ॥
 বহু দিন জীরামের না জানি কুশল ।
 আমার লাগিয়া প্রভু আছেন দুর্বল ॥
 হইবা রামের দূত হেন অনুমানি ।
 তব মুখে শুনিলাম সুমঙ্গল ধনি ॥
 হনুমান বলে রাম গুণের সাগর ।
 আকৃতি প্রকৃতি কিবা সর্বদা সুন্দর ॥
 শালগাছ জিনি তাঁর প্রকাণ্ড শরীর ।
 আজামূলস্থিত বাহু নাতি সুগভীর ॥
 তিল ফুল জিনি নাসা সুদৃশ্য কপাল ।
 ফল মূল খায় তবু বিক্রমে বিশাল ॥
 দুর্বাদলশ্যাম রাম গজেন্দ্র গমন ।
 কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবন মোহন ॥
 অনাথের নাথ রাম সকলের গতি ।
 কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শক্তি ॥

রাবণের চর বলি না করহ ভয় ।
 স্বরূপে রামের দূত এই সে নিশ্চয় ॥
 আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয় ।
 রামের অঙ্গুরী দেখে হইবে নিশ্চয় ॥
 অঙ্গুরী দেখায় তাঁরে পবননন্দন ।
 অনিমিষে জানকী করেন নিরীক্ষণ ॥
 রামের অঙ্গুরী দেখি হইল বিশ্বাস ।
 হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লাস ॥
 বুকে বুলাইয়া সীতা শিরে করি বন্দে ।
 রামের অঙ্গুরী পায়ে সীতাদেবী কান্দে ॥

যোগসিদ্ধ মহাতেজা, জনক নামেতে রাজা,
 আমি সীতা তাঁহার নন্দিনী ।

দশরথ স্মৃত রাম, নবদুর্বাদলশ্যাম,
 বিবাহ করেন পণে জিনি ॥

শুভ বিবাহের পর, গেলাম স্বশুর ঘর,
 কত মত করিলাম সুখ ।

স্বশুরের স্নেহ যত, শাস্ত্রভীর্ণের তত,
 নিত্য বাড়ে পরম কোতুক ॥

হরষিত যত প্রজ্ঞা, আনন্দিত মহারাজা,
 আদেশিল দিতে ছত্রদণ্ড ।

কুঞ্জী দিল কুমন্ত্রণা, কেকয়ী করিল মানা,
 বিলম্ব না কৈল এক দণ্ড ॥

জনকের কন্যা আমি, রঘুবীর মম স্বামী,
 মোরে বন্দি কৈল নিশাচর ।
 স্নন্দরাকাণ্ডের গীত, রুত্তিবাস সুললিত,
 বিরচিল অতি মনোহর ॥

বিভীষণ ধার্মিক রাবণ সহোদর ।
 মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর ॥
 অরবিন্দ নামেতে রাক্ষস মহাশয় ।
 আমা দিতে রাবণেরে করিছে বিনয় ॥
 বিভীষণ কন্যা সানন্দা নাম ধরে ।
 তার মা পাঠাইয়। দিল আমার গোচরে ॥
 তার ঠাই শুনিলাম এই সারোদ্ধার ॥
 বিনা যুদ্ধে বাছা মোর নাহিক উদ্ধার ॥
 স্মৃত্তীষেরে জানাইও মম বিবরণ ।
 জীৱামেরে জানাইও আমার শরণ ॥
 দুমাস জীবন তার এক মাস বায় ।
 মাস গেলে বাছা মোর জীবন সংশয় ॥
 দুই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান ।
 অতঃপর কাটিয়া করিবে খান খান ॥
 আমি মৈলে সবাকার রথ্য আয়োজন ।
 যদি বাট আইস তবে রহিবে জীবন ॥
 শুনিয়া সীতার এই করুণ বচন ।
 নেত্র নীরে তিতে বীর পবননন্দন ॥

হুমান বলে শুন জনক নন্দিনী ।
 না কর রোদন মাতা সখর আপনি ॥
 নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ডরিতে ।
 মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লজ্জাতে ॥
 মাথা হৈতে সীতা খসাইয়া দেন মণি ।
 মণি দিয়া তার ঠাঞি কহেন কাহিনী ॥
 মাসেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার ।
 তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এইবার ॥
 রাম হেন পতি যার আছে বিদ্যমান ।
 রাক্ষসে তাহার এত করে অপমান ॥
 অনন্তর মন্তকে বান্ধিয়া শিরোমণি ।
 দেশেতে চলিল বীর করিয়া মেলানি ॥
 কৃষ্ণিবাস ।

লক্ষ্মণের শক্তি শেলে ত্রীরামের বিলাপ ।

রণ জিনি রঘুনাথ পায়ে অবসর ।
 লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর ॥
 কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী ।
 মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী ॥
 জনকনন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী ।
 দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরী ॥

হারালেম প্রাণের ভাই অমুজ লক্ষ্মণ ।
 কি করিবে রাজ্য ভোগে পুনঃ যাই বন ॥
 লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন ।
 কি বলিয়া নিবারণি তাঁহার ক্রন্দন ॥
 এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি ।
 আসিয়ে সাগর পারে বাম হৈল বিধি ॥
 মম হুঃখে লক্ষ্মণ ভাই হুঃখী নিরন্তর ।
 কেনরে নিষ্ঠুর হলে না দেহ উত্তর ॥
 সবাই সুধাবে বার্তা আমি গেলে দেশে ।
 কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে ॥
 আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা ।
 তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব তিক্তা ॥
 রাজ্য খনে কার্য্য নাই নাহি চাই সীতে ।
 তোমার লইয়া আমি যাইব বনেতে ॥
 উদয় অন্ত যত দূর পৃথিবী সঞ্চার ।
 তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার ॥
 উঠরে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ ।
 কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস ॥
 সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ ।
 তুমিরে লক্ষ্মণ আমার প্রাণের সমান ॥
 স্রবর্ণের বাণিজ্যে মানিক্য দিলাম ডালি ।
 তোমা বধে রম্বুকূলে রাখিলাম কালি ॥

কেন বা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ ।
 আমার প্রাণের নিধি নিল কোন্ জন ॥
 কার্তবীৰ্য্যাজুঁন রাজা সহস্র বাহুধর ।
 তাহা হৈতে লক্ষ্মণ ভাই গুণের সাগর ॥
 এমন লক্ষ্মণে আমার মারিল রাক্ষসে ।
 আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ॥
 বাপের আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে রাজ্যদণ্ড ।
 কৈকেয়ী সতাই তাহে পাড়িল পাষণ্ড ॥
 বাপের সত্য পালিতে আমি কৈনু বনবাস ।
 বিধি বাদী হইল তাহাতে সৰ্ব্বনাশ ॥
 কৃষ্ণবান ।

পাশা খেলার পরে পাণ্ডবদের অপমান ।

ভূর্য্যোধন বলিলেন উত্তম কহিলে
 আজ্ঞা দিল যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে ॥
 দাস হৈতে দাস স্থানে যাকু পঞ্চজন ।
 সবাঁকার কাড়ি লও বস্ত্র আভরণ ॥
 আজ্ঞামাত্র ততক্ষণে যত ভূত্যাগণ ।
 উঠ উঠ বলি কহে কক্কশ বচন ॥
 কোন লাজে রাজ্যাসনে আছহ বসিয়া ।
 তাপনার যোগ্য স্থানে সবে বৈস গিয়া ॥

ছঃশাসন উঠাইল ধর্ম্মে করে ধরি ।
 চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঢেকা মারি ॥
 ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কল্পে কলেবর ।
 চক্ষু রক্তবর্ণ বারি বহে বার বার ॥
 বিপরীত মন ছীন দেখি যুধিষ্ঠির ।
 ক্রোধে থর থর কম্পমান ভীম বীর ॥
 পরিধান আভরণে উপস্থিত ছিল ।
 পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিল ॥
 সভা ত্যাগ করিয়া নিরুচ্চ খুলাসনে ।
 অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চ জনে ॥

তবে হুর্ঘ্যোথন রাজা আনন্দিত মতি ।
 ডাকিয়া বলিল পরে বিহুরের প্রতি ॥
 উঠ উঠ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে যাও চলি ।
 আপনি আইস হেথা লইয়া পাঞ্চালী ॥
 অন্তঃপুরে আছয়ে যতক দাসীগণ ।
 তা সকল সহিতে ককক দাসীপন ॥ ১০
 এত শুনি বিহুর কম্পিত কলেবর ।
 ক্রোধ মুখে হুর্ঘ্যোথনে করিল উত্তর ॥
 মন্দবুদ্ধি মতিশূন্য না বুঝিস্ আশু ।
 ব্যাঘ্রে করে লি ক্রোধ হয়ে মৃগ পশু ॥
 বিষ সংহারিয়া বসিয়াছে বিষধর ।
 অঙ্গুলি না পুর তার মুখের তিতর ॥

কিমতে হইলি তুই এমত কুভাষী ।
 পাণ্ডবের গৃহিণী হইবে তোর দাসী ॥
 ইহাতে কুবুদ্ধি অন্ধ কৃষ্ণ হইয়াছে ।
 লোভেতে হইল ছন্ন নাহি দেখে পাছে ॥
 নিকটে আইলে মৃত্যু কে করে বারণ ।
 কুল ধরি যেন বেগু স্বপ্নের মরণ ॥
 শুকাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন ।
 বাক্যঘাত নাহি খণ্ডে যাবত জীবন ॥
 পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ হৃদয় ।
 চিত্তে কর পাণ্ডবের হৈল অসময় ॥
 শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে ।
 তার কি সহায় নাই এই মহাদেশে ॥
 কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সৃজন ।
 জলেতে পাষণ নাহি ভাসে কদাচন ॥
 লাউ নাহি ডুবে কছু জলের ভিতর ।
 কথক অগতি নহে ধর্মশীল নর ॥
 পুনঃ পুনঃ কহিলাম আমি হিত বানী ।
 না শুনিলে মৃত্যু কাল হৈল হেন জানি ॥
 পাত্র মিত্র ইষ্টপুত্র সহিতে মজিবি ।
 আমার এ সব কথা পশ্চাতে ভজিবি ॥

তবে দুঃশাসনেরে বলেন দুর্যোগধন ॥
 তুমি গিয়া জ্যোপদীরে শীঘ্রগতি আন ॥

সভামধ্যে কেশে ধরি আনিবা তাহারে ।
 নিশ্চেষ্ট হয়েছে শত্রু কি আর বিচারে ॥
 আজ্ঞামাত্রে দুঃশাসন চলিল ছরিত ।
 দ্রোপদীর অন্তঃপুরে হৈল উপনীত ॥
 দ্রোপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন ।
 চলহ দ্রোপদী আজ্ঞা করিলা রাজন ॥
 পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে ।
 ভর্যোগধনে ভজ এবে ত্যজি যুধিষ্ঠিরে ॥
 দুঃশাসন দুষ্কবুজি দেখি গুণবতী ।
 সক্রোধ বদন আর বিরুতি আকৃতি ॥
 ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থর থর ।
 শীঘ্রগতি উঠি গেল। স্বরের ভিতর ॥
 স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী লুকাইলা তায় ।
 দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পিছে পিছে ধায় ॥
 গৃহদ্বারে কুন্তী দেবী ভুজ পশারিয়া ।
 সবিনয় বলিলেন তারে রহাইয়া ॥ ..
 কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত ।
 দ্রোপদী ধরিতে চাহ না বুনি চরিত ॥
 কুলবধু লয়ে যাব। মধ্যেতে সভার ।
 কুলের কলঙ্ক ভয় না হয় তোমার ॥
 শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জিয়া ।
 দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া ॥

অচেতন হয়ে দেবী পড়িল। ভূতনে ।
 হুঃশাসন ধরিলেক দ্রোণদীর চুলে ॥
 কেশ ধরি লয়ে গেল পবনের বেগে ।
 চলিতে চরণ ভূমে লাগে কি না লাগে ॥
 মণ্ডুক বিকল যেন ভুজঙ্গের মুখে ।
 ছট ফট করিলেন ছাড় ছাড় ডাকে ॥
 কৃষ্ণার রোদন শুনি হুঃশাসন হাসে ।
 পুনঃ আকর্ষিয়া দুই টান দিল কেশে ॥
 ঝাঁকারিয়া বলে লয়ে গেল সভাস্থল ।
 উচ্চৈঃশ্বরে কান্দি কৃষ্ণা হইলা বিকল ॥
 উপুড় হইয়া যান ভূমি ধরিবারে ।
 কুরু সভাসদ্ প্রতি কহেন কাতরে ॥
 বড় বড় জন দেখি আছে সভাময় ।
 হেন জন নাহি দেখি এক কথা কয় ॥
 এ সব দুর্ভিক্ষ নাহি করে নিবারণ ।
 চিত্র পুতলিকা মত আছে সভাজন ॥
 এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখে আছয়ে সভাতে ।
 ঋষিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে ॥
 স্বধর্ম ছাড়িল এরা হেন লয় মনে ।
 এত হুঃখ মম কেহ না দেখে নয়নে ॥
 বাহুলীক বিহুর তুরিঅবা মোমদন্ত ।
 ধর্মশীল জানি সবে অতুল মহত্ব ॥

কুক সব সাথে লুট হইল নিশ্চয় ।
 এক জন কেহ এক ভাষা নাহি কয় ॥
 এত বলি কান্দিলেন সজল নয়নে ।
 কাতরা হইয়া চান স্বামিমুখ পানে ॥
 দ্রোপদী কাতরা দেখি জ্বলে পঞ্চজন ।
 যতযোগে যেই রূপ জ্বলে হুতাশন ॥
 রাজ্য দেশ ধন জন সকল হারিল ।
 তিলমাত্র তাহা তারা মনে না করিল ॥
 দ্রোপদী কাতর মুখ দেখিয়া নয়নে ।
 কুন্তকার শাল যেন পোড়ে মনাগুণে ॥
 দুঃশাসন টানে ঘন ক্রম্বারে আকর্ষি ।
 পরিহাস করে কেহ বলে আন দাসী ॥
 দুঃশাসন সাধু বলে রাধেয় শকুনি ।
 নয়নেতে জলধারা দ্রুপদনন্দিনী ॥
 দ্রোপদীর অপমানে হইয়া অস্তির ।
 যুগিষ্ঠিরে বলিলেন বৃকোদর বীর ॥
 ওহে মহারাজ কভু দেখেছ নয়নে ।
 আপনার ভার্য্যাকে হেরেছে কোন জনে ॥
 রূপটে জুয়ারি হইয়াছে বহু জন ।
 তাহাদের থাকিবেক বেশ্য নারীগণ ॥
 সে সব নারীরে তারা নাহি করে পণ ।
 তুমি মহারাজ কর্ম করিলা কেমন ॥

রাজ্য দেশ ধন জন হারিল যতেক ।
 ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক ॥
 আমি সহ সকল তোমার অধিকার ।
 বাহা ইচ্ছা কর ব্যর্থ নারি করিবার ॥
 এই সে শরীরে তাপ সম্বরিতে নারি ।
 পশ্চাতে করিল পণ কৃষ্ণা হেন মারী ॥
 তব কৃত কর্ম রাজা দেখই নয়নে ।
 দ্রোপদীরে অপমান করে হীন জনে ॥
 সকল অনর্থ হেতু তুমিই অবোধ ।
 ক্ষুদ্র লোকে কহে ভাষা নাহি কিছু বোধ ॥
 পার্থ বলিলেন তাই কি বোল বলিলে ।
 কহ নাহি নৃপে হেন ভাষা কোন কালে ॥
 আজি কেন কটুত্তর বলিলে রাজায় ।
 তব মুখে হেন বাক্য শোভা নাহি পায় ॥
 সদাই শত্রুর তাই এই সে কামনা ।
 তাই তাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চজন ॥
 শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ ।
 জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর হেলন ॥
 রাজারে বলিলে হেন কি দোষ দেখিয়া ।
 দ্যুত আরস্তিল শত্রু কপটে ডাকিয়া ॥
 আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যুত ।
 আহ্বান না মানিলে হতেন ধর্মদ্যুত ॥

ভোম বলিলেন/ভাই না বলিবা আর ।
 হীম জন লঘু ন পানি সহিবার ॥
 দৈবর বিনা অন্য চিন্তা না হয় আমার ।
 দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার ॥
 ক্ষুদ্রের প্রভু এত দেখিয়া নয়নে ।
 এই ভুজ রাখিবার কোন্ প্রয়োজনে ॥
 যাও সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া ।
 অগ্নিমধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া ॥
 এই রূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর ।
 হুঃখের অনল লাগি দহে কলেবর ॥

কালীদাস ।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী সন্দাদ ।

এক দিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে ।
 কহিতে লাগিল হুঃখ সকল ভাষে ॥
 এ হেন নির্যয় দুঃখের হুঃখোদম ।
 কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন ॥
 কঠিন হৃদয় তার লোহাতে গঠিল ।
 তিলমাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল ॥
 তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি ।
 সহনে না যায় মোর সম্ভাপিত মতি ॥

মহারাজগণ যার বসিত চোপাশে ।
 তপস্বী সহিতে থাকে তপস্বীর বেশে ॥
 এই তব ভাতৃগণ ইন্দের সমান ।
 ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান ॥
 ধ্বংসস্থান স্বস্যা আমি দ্রুপদনন্দিনী ।
 তুমি হেন মহারাজ হই আমি রানী ॥
 মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায় ।
 ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয় ॥
 ক্ষল হয়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন ।
 তোমাতে না হয় রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ ॥
 সময়েতে যেই লোক তেজ নাহি করে ।
 হীনজন বলি রাজা তাহারে প্রহারে ॥
 সর্ব ধর্ম অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি ।
 এইরূপ উপদেশ দিল পৌল প্রতি ॥
 সদা ক্ষমী না হইবে সদা তেজোবন্ত ।
 সদা ক্ষমা করে তার দুঃখে নাহি অন্ত ॥
 শত্রুর আছুক কার্য মিত্র নাহি মানে ।
 অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে ॥
 দোষমত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে ।
 মহাক্রোধ পায় যে সর্বদা ক্ষমা করে ॥
 দ্রোপদীর বাক্য শুনি ধর্ম নরপতি ।
 উত্তর করিল তাঁরে ধর্ম শাস্ত্র নীতি ॥

ক্রোধ সম পাপ দেবী না আছে সংসারে ।
 প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে ॥
 গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে ।
 অবস্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে ॥
 আছুক অন্যের কার্য আত্মা হয় বৈরি ।
 বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি ॥
 এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে ।
 অক্রোধ যে লোক তাকে সর্বলোকে পূজে ॥
 ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয় ।
 ক্রোধে সর্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয় ॥
 কৃষ্ণা বলিলেন বিধিপদে নমস্কার ।
 যেই জন হেন রূপ করিল সংসার ॥
 সেই জন যাহা করে সেই মত হয় ।
 মনুষ্যের শক্তিতে কিছুই সাধ্য নয় ॥
 ধর্ম কর্ম বিধিমতে তুমি আচরিল ।
 ঈশ্বর উদ্দেশে তুমি জীবন সঁপিল ॥
 তথাপি বিধাতা তব কৈল হেন গতি ।
 ধর্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলা দুর্গতি ॥
 ধর্ম হেতু সব ত্যজি আইলা বনেতে ।
 চারি ভাই আমাকেও পারিবা ত্যজিতে ॥
 তথাপিও ধর্ম নাহি ত্যজিবা রাজন ।
 কায়ার সহিতে যেন ছায়ার গমন ॥

যেই জন ধর্ম রাখে তারে ধর্ম রাখে ।
 না করি সন্দেহ শুনিয়াছি গুরুমুখে ॥
 তোমাকে না রাখে ধর্ম কিসের কারণে ।
 এই ত বিস্ময় খেদ হয় মম মনে ॥
 তোমার যতেক ধর্ম বিখ্যাত সংসার ।
 সর্ব ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার ॥
 শ্রেষ্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান ।
 সহাস্য বদনে সদা কর নানা দান ॥
 অসংখ্য অসংখ্য লোক স্বর্ণপাত্রে খায় ।
 আমি করি পরিচর্যা স্বহস্তে সবায়ে ॥
 দীনেরে সুবর্ণ দান করি আজ্ঞা মাত্রে ।
 তুমি এবে বনফল ভুঞ্জ বনপত্রে ॥
 যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে ।
 তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে ॥
 এখন সে সব ধর্ম পালিব। কেমনে ।
 রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে ॥
 দিক্ বিধাতায় এই করে হেন কর্ম ।
 দুষ্টাচার দুর্ব্যোধন করিল অধর্ম ॥
 তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ ।
 তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন উত্তম কহিল ।
 কেবল করিল। দোষ ধর্মেরে নিন্দিল ॥

আমি বত কৰ্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই ।
 সমর্পণ করি সব ঈশ্বরের চাই ॥
 কৰ্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয় ।
 বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয় ॥
 ফল লোভে ধর্ম করে লুপ্ত বলি তারে ।
 পরিণামে পড়ে সেই নরক দুস্তরে ॥
 দেখ এ সংসার সিন্ধু উর্মি কত তার ।
 হেলে তরে সাধুজন ধর্মের নৌকায় ॥
 ধর্ম কৰ্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে ।
 ঈশ্বরেরে সমর্পিলে অনারাসে তরে ॥
 শিশু হয়ে ধর্ম আচরয়ে যেই জন ।
 বৃদ্ধের ভিতরে তারে করয়ে গণন ॥
 আমারে বলিলা তুমি সদা কর ধর্ম ।
 আজন্ম আমার দেবি সহজ এ কৰ্ম ॥
 পূর্বে সাধুগণ সব গেলা যেই পথে ।
 মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে ॥
 তুমি বল বনে ধর্ম করিবা কেমনে ।
 যথা শক্তি তথা আমি করিব কাননে ॥
 অন্য পাপে প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে তার ।
 ধর্মেরে নিন্দিলে কতু নাহি প্রতিকার ॥
 হত্যা কত্যা ধাতা যেই সবার ঈশ্বর ।
 যাহার স্বজন এই যত চরাচর ॥

কীট অণুকীট সম মোরা কোন্ ছার ।
 নিন্দিব কেমনে বল সেই পরাংপর ॥
 কাশীদাস ।

উত্তরের নিকটে অর্জুনের পরিচয় ।

ভূমিঞ্জয় কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি ।
 রথ চালাইরা তুমি দাও শীঘ্রগতি ॥
 যথায় কোঁরব সৈন্য করছ গমন ।
 সাক্ষাতে দেখিবা আজি তাদের মরণ ॥
 এত গর্ব্ব হইল হরিল মম গরু ।
 তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুব ॥
 পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর কয় ।
 হাসি রথ চালাইলা বীর ধনঞ্জয় ॥
 আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে ।
 মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুবসৈন্য পাশে ॥
 দূরে থাকি উত্তর অর্জুন প্রতি বলে ।
 কেমন চালাও রথ কোথায় আনিলে ॥
 তথায় লইবা রথ যথায় গোধন ।
 সমুদ্রের মধ্যেতে আনিল কি কারণ ॥
 পর্ব্বত প্রমাণ উঠে লহরী হিলোল ।
 কর্ণেতে না শুনি কিছু পুরিল কমোল ॥

নৌকা রন্দ দেগিয়া ব্যাকুল হৈল চিত্ত ।

কলরব জলজন্তু করে অপ্রমিত ॥

হাসিয়া অজু'ন তবে বলিলেন তায় ।

সমুদ্র প্রমাণ কু'সৈন্য দেখা যায় ॥

ধবল আকার যত দেখেই কুমার ।

জল নহে এই সব গোধন তোমার ॥

নৌকারন্দ নহে সব মাতঙ্গ মণ্ডল ।

না হয় লহরী রথ পতাকা সকল ॥

সৈন্য কোলাহল শব্দ সিঙ্কুগর্জ প্রায় ।

কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায় ॥

উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয় ।

নাহি জান হুহুয়ল সমুদ্র নিশ্চয় ॥

সমুদ্র জা' হয় যদি হবে সৈন্যগণ ।

এ সৈন্য সহিতে তবে কে করিবে রণ ॥

এত সৈন্য বলি মোর নাহি ছিল জ্ঞান ।

জন কত লোক বলি ছিল অনুমান ॥ • •

মহা মহা রথিগণ দেখি লাগে ভয় ।

পৃথিবীর ক্ষল যার নামে ধ্বংশ হয় ॥

কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান ।

তৈই কু'সৈন্য মধো করিনু প্রয়াণ ॥

যুদ্ধের আছুক কায দেখি ছন্ন হৈনু ।

ছাড়িল শরীরে প্রাণ তোমা'রে কহিনু ॥

ত্রিগভের সহ রণে পিতা মোর গেল ।
 এক মাত্র পদাতিক পুরে না রাখিল ॥
 একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে ।
 মোর কিবা শক্তি কুঙ্করাজ সহ রণে ॥
 কহ স্বহস্তে কি তোমার মনে আসে ।
 তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে ॥
 শীঘ্র রথ বাহড়াই পাছে কৃষ্ণ দেখে ।
 পেনু হেতু মিথ্যা কেন মরিবে বিপাকে ॥

উত্তরের বচনে কহিল। ধনঞ্জয় ।

শত্রু দেখি কি হেতু এতেক তব ভয় ॥
 রক্ষণ হৈল মুখ শীর্ণ হৈল অঙ্গ ।
 জিহ্বাতে পড়িল ধূলি কম্পে কর জঙ্ঘ ॥
 কহিল। যে রথ বাহড়াই শীঘ্রগতি ।
 চিত্তে না করিবা আমি এমন সারথি ॥
 না করিয়া কার্যসিদ্ধি বাহড়ার কেনে ।
 পূর্ণে কহিয়াছি বুঝি তাহা নাহি মনে ॥
 উত্তর বলিল কি বলহ স্বহস্তে ।
 মহাসিন্ধু পার হৈতে বান্ধ তনু ভেল ॥
 অগ্নির কি করিবেক পতনের গতি ।
 মত্ত গজ আগে কোথা শশকের নতি ॥
 নতুন সহ নিবাদে বাঁচিবেক কোন জন ।
 দেখি ফণি মুখে হস্ত দিব কি কারণ ॥

জীবন থাকিলে সব পাপ পুনর্বার ।
 গাতী রক্ত নিক্ লোক হান্নুক্ সংসার ॥
 নারীগণ হান্নুক্ হান্নুক্ বীরগণ ।
 ঘরে যাব যুদ্ধে মোর নাহি প্রয়োজন ॥
 সমানের সহিত করিবে ক্ষত্র রণ ।
 লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন ॥
 মোর বোলে যদি তুমি না ফিরাও বণ ।
 পদব্রজে চলিয়া যাইব আমি পথ ॥
 এত বলি ফেলাইয়া দিল শর চাপ ।
 রথ হৈতে ভূমিতে পড়িল দিয়া লাফ ॥
 শীঘ্রগতি চলি যার নিজ রাজ্যমুখে ।
 রহ রহ বলিয়া ডাকেন পার্থ তাকে ॥
 হেন অপকীর্তি করি জীয় কোন্ ফল ।
 এত বলি আপনি নামেন ভূমিতল ॥
 পলায় উত্তর ধনঞ্জয় যার পাছে ।
 শত পদ অন্তরে ধরিল গিয়া কাছে না
 আর্ন্ত হয়ে উত্তর বলিছে গদ গদ ।
 নাহি মার রুহন্নল ধরি তব পদ ॥
 এবার লইয়া যদি যাও মোরে ঘর ।
 নানা রত্ন তবে আমি দিব বহুতর ॥
 আশ্বাসিয়া অর্জুন করেন সচেতন ।
 না করিবা ভয় শুন আমার বচন ॥

যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে ।
 সারথি হইয়া রথে বৈস মম মনে ॥
 রথী হয়ে দেখ আজি করিব সমর ।
 যত যোদ্ধাগণেরে পাঠাব যমঘর ॥
 যত তব গোধন লইব ছাড়াইয়ে ।
 কেবল থাকহ তুমি রথযন্তা হয়ে ॥
 ক্ষত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যুভয় ।
 না করিবা রণভয় তাজহ সংশয় ॥
 এত বলি ধরিয়। তোলেন রথোপবে ।
 বোধ নাহি উত্তরের কান্দে উচ্চৈঃশ্বরে ।
 চালাইল। তখন সে সান্দন অঙ্গুন ।
 শমীরক্ষ যথা আছে অস্ত্র ধনু তুণ ॥
 উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধযোগ্য নহ ।
 এই দীদ শমীরক্ষ উপরে আরোহ ॥
 ধনুঃশ্রী গাণ্ডীব আছেয়ে রক্ষোপরে ।
 দিঘা-যোগ্য তুণ আছে পরিপূর্ণ শরে ॥
 বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর ।
 রক্ষ হৈতে নামাইয়া আনহ সত্তর ॥
 শুনিয়া বিরাটপুল্ল করিল উত্তর ।
 কিমতে চড়িব এই রক্ষের উপর ॥
 শুনিয়াছি এই গাছে শব বান্ধা আছে ।
 রাজপুল্ল কেমনে চড়িব গিয়া গাছে ॥

পার্থ বলিলেন শব নহে উপরেতে ।
 পাপকর্ম কেন আমি কহিব করিতে ॥
 শব বলি যে খুইল কপট বচন ।
 শব নহে আছে এতে ধনু অস্ত্রগণ ॥
 এত শুনি উত্তর চড়িল সেইক্ষণ ।
 ছাড়াইল যত ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন ॥
 গর্ক চন্দ্র প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত ।
 সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত ॥
 বাস্ত হইয়া উত্তর জিজ্ঞাসে ধনঞ্জয় ।
 ধনু অস্ত্র কোথা হেথা দেখি সর্পময় ॥
 দেখিয়া অদ্ভুত মোর কম্পয়ে হৃদয় ।
 ছোঁবার আছুক কাষ দেখি লাগে ভয় ॥
 পার্থ বলিলেন সর্প নহে অস্ত্রগণ ।
 এখানে রাখিয়া গেল পাণ্ডুর নন্দন ॥
 এ কথা বলিল যদি বীর ধনঞ্জয় ।
 তথা না মানিল মূঢ় বিরাটতনয় ॥
 পুনঃ জিজ্ঞাসিল সত্য কহ রুহন্নল ! ।
 ধনু অস্ত্র রাখিয়া তাঁহার কোথা গেল ॥
 শুনিয়াছি পাশাতে হারিলা রাজা ধন ।
 প্রবেশিলা কুম্বাসহ বনে ছয় জন ॥
 হেথায় কি মতে অস্ত্র রাখিলা পাণ্ডব ।
 তুমি জ্ঞাত হইলা কি হেতু এত সব ॥

হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয় ।
 উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লঙ্কা ॥
 তুমি যদি ধনঞ্জয় কোথা যুদ্ধার্থির ।
 কোথা মহা বলবান্ স্বকোদর বীর ॥
 সহদেব নকুল দ্রুপদরাজমুতা ।
 সত্য যদি অর্জুন কহিবা তাঁরা কোথা ॥
 হাসিয়া বলেন পার্থ শুনহ উত্তর ।
 কঙ্ক নামে সভাসদ ধর্ম্ম নৃপবর ॥
 বল্লভ নামেতে যেই তব নৃপকার ।
 সেই স্বকোদর বীর অশ্রুজ আমাব ॥
 সৈরিক্রী রূপিণী কৃষ্ণা শুন নৃপবাল ।
 ঐশ্বিক নকুল সহদেব তদ্বিপাল ॥
 এত শুনি উত্তর ক্ষণেক শুক্ল হয়ে ।
 কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে ॥
 হে বীর কমল চক্ষু কর পরিহার ।
 অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিব। আমার ॥
 বড় ভাগ্য আমার পিতার কর্ম্মফলে ।
 শরণ লইনু আমি তব পদতলে ॥
 অর্জুন বলেন প্রীত হৈলাম তোমারে ।
 শুন অস্ত্র লয়ে তুমি আইস সত্বরে ॥
 কুরুগণ জিনিয়া গোপন তব দিব ।
 মহা আর্ত আজি কুরু সৈন্যেরে করিব ॥

ভীষ্মবধের উপায় নিরূপণ ।

রণসজ্জা ত্যাগ করি বসি যোদ্ধাগণ ।
 কৃষ্ণ প্রতি বলিলেন ধর্মের নন্দন ॥
 ভীষ্মশরে পরাজিত যত বীরগণ ।
 মাতঙ্গ যেমন ভাঙ্গে কদলীর বন ॥
 বায়ুর সাহায্যে যেন অনল উথলে ।
 পিতামহ বিক্রম তেমন রণস্থলে ॥
 আমাদের কুবুদ্ধিতে করিলাম কর্ম ।
 প্ররক্তি হইল যুদ্ধে না বুঝিয়া মর্ম ॥
 অনলে পতঙ্গ পড়ি যেন পুড়ে মরে ।
 সেই মত মম সৈন্য পড়িল সমরে ॥
 প্রহারে পীড়িত হৈল সব সৈন্যগণ ।
 যুদ্ধে কার্য্য নাহি মম পুনঃ যাই বন ॥
 আজ্ঞা দেও শ্রীকৃষ্ণ শোভন নহে রণ ।
 তপস্যা করিব গিয়া ভাই পঞ্চ জন ॥ *
 সুশিষ্টির রাজার শুনিয়া হেন বাণী ।
 কহিল সান্ত্বনা বাক্য তাহে যত্নমণি ॥
 কভু মিথ্যা না কহেন ভীষ্ম মহামতি ।
 তাঁহার নিকটে রাজা চল শীঘ্রগতি ॥
 ইচ্ছায় তাঁহার মৃত্যু সর্বলোকে জানে ।
 জিজ্ঞাসিব সে উপায় ভীষ্ম বিদ্যামানে ॥

এই যুক্তি কহিলেন কৃষ্ণ মহামতি ।
 অঙ্গীকার করিলেন ধর্ম নরপতি ॥
 বাসুদেব সহিতে পাণ্ডব পঞ্চবীর ।
 সবে মিলি চলিলেন ভীষ্মের শিবির ॥
 সমাদরে সবারে লইয়া কুরুপতি ।
 বসাইল। দিব্যাসনে অতি শীঘ্রগতি ॥
 যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন ভীষ্ম বীরবর ।
 রজনীতে কি হেতু আইলা নরেশ্বর ॥
 যে কার্য তোমার থাকে বল ধর্মরাজ ।
 হৃদয় হইলে তব করিব সে কাষ ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া প্রণতি ।
 মম হৃৎকথ অবধান কর মহামতি ॥
 পঞ্চগ্রাম মাগিলাম সবার সাংক্ষাতে ।
 এক গ্রাম আমাকে না দিল কুরুনাথে ॥
 কারু বাক্য না মানিয়া যুদ্ধ করে পণ ।
 নয় দিন হইল তোমার সহ রণ ॥
 তোমাকে দেখিয়া যোদ্ধা সকলে অস্থির ।
 সাংক্ষাত হইয়া যুবো নাহি হেন বীর ॥
 তুণ হৈতে বাণ লয়ে সন্ধান করিতে ।
 তুমি বড় শীঘ্রহস্ত না পারি লক্ষিতে ॥
 হেন রূপ যদ্যপি করিবা তুমি রণ ।
 আজ্ঞা কর পঞ্চ ভাই পুনঃ যাই বন ॥

তোমার কারণে সৈন্য হইল সংহার ।
 তোমাকে জিনিতে পারে শক্তি আছে কার ॥
 হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন ।
 বথা ধর্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন ॥
 ধর্ম অনুসারে জয় ঈশ্বরবচন ।
 শত ভীষ্ম হইলেও না হবে খণ্ডন ॥
 যুগিষ্ঠির কহিলেন করিয়া বিনয় ।
 তোমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয় ॥
 কিন্তু তুমি যদি কর এরূপ সংহার ।
 তবে জয় কোন মতে না হবে আমার ॥
 সেই হেতু শরণ লইনু তব পায় ।
 কি উপায়ে নিজ মৃত্যু বল মহাশয় ॥
 মতীবাদি জিতেঙ্গিয় মর্যাদাসাগর ।
 পাণ্ডবে কাতর দেখি করিলা উত্তর ॥
 শুন রাজা যুগিষ্ঠির ধর্মের কুমার ।
 ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার ॥
 সশস্ত্র যদ্যপি থাকি সংগ্রাম মাঝারে ।
 কোন বীর শক্তি নাহি জিনিতে আমারে ॥
 যাবত থাকিব আমি সংগ্রাম ভিতর ।
 করিব কৌরবকার্য্য শুন নরনর ॥
 তবে কিন্তু তোমাদের না হইবে জয় ।
 এ কারণে নিজ মৃত্যু কহিব নিশ্চয় ॥

আমাকে মারিলে তুমি হইবা নিভয় ।
 মারিবা কৌরবসৈন্য পাইবা বিজয় ॥
 আমার প্রতিজ্ঞা যাহা শুনহ রাজন ।
 নীচ জনে অস্ত্র নাহি মারিব কখন ॥
 পুরুষ নিৰ্ব্বল কিংবা হয় হীনঅস্ত্র ।
 কাতর জনেরে কভু নাহি মারি অস্ত্র ॥
 সমর তাজিয়া যেনা ভয়ে পলায়িত ।
 তাহাকে না মারি অস্ত্র আমি কদাচিত ॥
 স্ত্রীজাতি দেখিলে পরে অস্ত্র পরিহরি ।
 নারী নামে নামি জনে হত্যা নাহি করি ॥
 অমঙ্গল দেখিলে না করি আমি রণ ।
 কহিলাম তোমাকে আমার যুদ্ধপণ ॥
 দ্রুপদের পুত্র যে শিখণ্ডী নাম ধরে ।
 মহাবল পরাক্রম তৎপর সনরে ॥
 পূর্বে নারী আছিল পুরুষ হয় পাছে ।
 শুনিয়াছি দৈবের বিপাকে হেন আছে ॥
 অমঙ্গল ধ্বজ। সেই হয় নারী জাতি ।
 তাহাকে রাখিও রণে অজুনের সাতি ॥
 শিখণ্ডীকে অগ্রে করি পার্থ ধনুর্ধর ।
 তীক্ষ্ণ বাণে বিক্লিবেন মম কলেবর ॥
 অস্ত্র না ধরিব আমি করিব উপেক্ষা ।
 আমাকে মারিবে পার্থ হবে সব রক্ষা ॥

আমাকে মারিস্সা জয় কর হুঁয়োধনে ।

এই মত উদ্বিগ্ন করিয়া কল্য রণে ॥

প্রণমিয়া যুগিষ্ঠির ভীষ্ম মহাবীরে ।

বাসুদেব সঙ্গে যান আপন শিবিরে ॥

কাশীদাস ।



ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ ।

হুঁয়োধন মৃত্যু কথা, সঞ্জয় কহিলা তথা,

ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে ।

যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত,

কর্ণ যেন ঝঙ্ক হৈল বাতে ॥

পুত্রশোকের নরপতি, বিহ্বলে পড়িল ক্ষিতি,

নয়নে গলয়ে জলধার ।

বায়ু ভগ্ন বেন তরু, শোক হৈল অতি গুরু,

পড়িয়া করয়ে হাহাকার ॥ " "

বিধি কৈল হেন দশা, মনে ছিল যত আশা,

দূর হৈল দৈবের ঘটন ।

শত পুত্র বিনাশিল, এক জন না রহিল,

শ্রদ্ধা শান্তি করিতে তর্পণ ॥

হাহা পুত্র হুঁয়োধন, কোথা গেল হুঃশাসন,

শোকে মোর না রহে শরীর ।

আমাকে সজ্জয় কহ, কোথা তার পিতামহ,
 কোথা গেল জ্ঞান মহাবীর ॥
 এত বলি কুরুপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
 দুই চক্ষু ভাসে জলধারে ।
 যতেক দুঃসহ শূল, নাহি শোক সমতুল,
 এত শোক কে সহিতে পারে ॥
 আর্তনাদ করি বীর, ভূমিতে লোটায় শির,
 হাহা পুত্র দুর্ঘোষন করি ।
 শূন্য হৈল রাজপাট, মানিকামন্দির খাট,
 কোথা গেল কুরু অধিকারী ॥
 রুদ্ধকালে পুত্রশোক, পড়িল অমাতা লোক,
 মরিল স্মৃহৃদ বন্ধু জন ।
 করপুটে ভিক্ষা করি, হব গিয়া দেশান্তরী,
 পৃথিবী করিব পর্যটন ॥
 আমার ললাট তটে, এ লিখন ছিল বটে,
 কুরুকুল হবে ছার খার ।
 সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভবরাশি,
 পরিচর্যা করিব কাহার ॥
 হইলাম সতি দীন, যেন পক্ষী পক্ষহীন,
 জরাতে হারাই রাজ্যসুখ ।
 নয়ন নিহীন তনু, যেন তেজোহীন ভানু,
 কেমনে সহিব এত দুখ ॥

হুঃখোদনবধ ধনি, হুঃশাসনমৃত্যু বাণী,
কর্ণরূপে কর্ণে নাহি সর ।

হৈল জ্যোতির্বিনাশন, দক্ষ হয় মম মন,
ঘোর বাক্য শুনহ সঞ্জয় ॥

পূর্বে করিয়াছি পাপ, সে কারণে পাই তাপ,
বিচারিয়া বল তুমি মোরে ।

আপনার কর্মভোগ, স্মৃত বন্ধু বিপ্রয়োগ,
কর্মবন্ধে ভোগ সবে করে ॥

শুনহ সঞ্জয় তুমি, ইহা নাহি জানি আমি,
কখন ভীষ্মের পরাজয় ।

সে জনে অজ্ঞান মারে, এ কথা कहিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিশ্বয় ॥

যার সঙ্গে ভৃগুরাম, করি রণ অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেলা ঘরে ।

তাহার হইল নাশ, শুনি মনে পাই ত্রাস,
হে সঞ্জয় কি कहিলা মোরে ॥

জ্যোতি মহা বলবান্, পৃথিবী না ধরে টান,
তাহাকে মারিল ধনঞ্জয় ।

এ বড় আশ্চর্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অজ্ঞান করিল কুলক্ষয় ॥

আমা হেন হুঃখী জন, নাহি ধরে ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত ।

শীঘ্র মোরে লরে রণে, দেখাও পাণ্ডবগণে,
 আমি সবে মারিব নিশ্চিত ॥
 পন্থকে যুড়িয়া বাণ, বধির ভীমের প্রাণ,
 পুত্রশোক সহিতে না পারি ।
 অজুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনোবাথা,
 ধর্ম্মে দিব হস্তিনা নগরী ॥

কাশীদাস ।

গান্ধারীর সহিত কৃষ্ণপাণ্ডবের কথোপকথন ।

শুন দেবী গান্ধারী স্মরহ পূর্ব্ব কথা ।
 সতীর বচন কতু না হয় অন্যথা ॥
 যাত্রাকালে তোমাকে জিজ্ঞাসে দুর্্যোধন ।
 কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে জিনিবে কোন্ জন ॥
 পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবাবে ।
 ভ্রম'পরিাজয় কার্ বল মা আমারে ॥
 তবে তুমি সত্য কথা কহিলা তখন ।
 যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্্যোধন ॥
 তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে ।
 তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে ॥
 এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী ।
 যোড় হাতে বলিলেন অঙ্কুরাজরাণী ॥

যত কিছু মহাশয় বলিল। বচন ।
 শুকর বচন সম করিনু গ্রহণ ॥
 কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি ।
 এক শত পুত্র মোর গেল যমপুরী ॥
 এক পুত্রশোক লোক পাসরিতে নারে ।
 অতএব আছে দুঃখ পাণ্ডুর কুমারে ॥
 শুন বাছা ভীমসেন আমার বচন ।
 মারিয়াছ অন্যায় করিয়া। দুর্ঘোষন ॥
 নাভীর অধোতে নাহি গদার প্রহার ।
 তবে কেন কর তুমি হেন অবিচার ॥
 ভয়ে কম্পে ভীমসেন শুনিয়া বচন ।
 আশু হয়ে যোড় হস্তে কহিল। তখন ॥
 পূর্বের প্রতিজ্ঞা ছিল শুন মাতা কহি ।
 এ কারণে করিয়াছি ধর্মচ্যুত নহি ॥
 সতামধ্যে দ্রোপদীয়ে দেখাইল উক ।
 এ কারণে ক্রোধ মম উপজিল শুক ॥
 এই হেতু দুই উক ভাঙ্গিয়া গদায় ।
 ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞাধর্ম রাখিলাম তার ॥
 শুনিয়া গাঙ্গারী পুন বলিল। বচন ।
 কোন্ অপরাধেতে মারিল। দুঃশাসন ॥
 তুমি তারে মারিয়া করিল। রক্তপান ।
 বিশেষে কনিষ্ঠ ভাই জাতির প্রধান ॥

বলিলেন ভীম শুন করি নিবেদন ।
 দুঃশাসন ছিল মাতা অতি অজ্ঞান ॥
 দ্রৌপদীর চুলে সেই ধরিল যখন ।
 করিলাম সভাতে প্রতিজ্ঞা সেই কণ ॥
 ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গে হয় বড় দোষ ।
 তেঁই দুঃশাসনে মারি পরিহর রোষ ॥
 ভার্য্যার শরীর হয় আপন শরীর ।
 শুন মাতা সেই দুঃখে পিয়েছি কধির ॥
 প্রতিজ্ঞা রাখিতে রক্ত খাইয়াছি আমি ।
 অপরাধ ক্ষমা কর এই ক্ষণে তুমি ॥
 সভাতে প্রতিজ্ঞা পূর্বে আছিল আমার ।
 এ কারণে মারি তব শতেক কুমার ॥

ভীমের বচন শুনি বলিলেন দেবী ।
 বিধম পুত্রের শোক মনে মনে ভারি ॥
 ভীমসেন শুন তুমি আমার বচন ।
 পুত্রপোকে আর মোর না রহে জীবন ॥
 কুপুত্র সুপুত্র হোক্ মারের সমান ।
 পাসরিতে নাহি পারে মারের পরাণ ॥
 দেখ রুক্ষ এক শত পুত্র মহাবল ।
 ভীমের গদায় তারা মরিল সকল ॥
 শুন ওই বধুগণ উচ্চৈঃস্বরে কঁাদে ।
 যাহাদের দেখে নাই কভু সূর্য চাঁদে ॥

শিরীষ কুমুম জিনি সুকোমল তনু ।
 দেখিয়া ফার্দে রূপ রথ রাখে ভানু ॥
 হেন সব বধূগণ দেখ কুরুক্ষেত্রে ।
 ছিন্নকেশ মত্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে ॥
 ঐ দেখ গান করে নারী পতিহীনা ।
 কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা ॥
 পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি ।
 ঐ দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি ॥
 সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন ।
 আমা তাজি কোথা গেল পুত্র দুর্হোধন ॥
 হে ক্লেশ দেখহ মম পুত্রের অবস্থা ।
 যাহার মস্তকে ছিল সুরণের ছাতা ॥
 নানা আভরণে যার তনু সুশোভিত ।
 সে তনু ধূলায় আজি দেখ যদুস্রুত ॥
 সহজে কাতর বড় মায়ের পরান ।
 সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান ॥ * *
 এককালে এত শোক সহিতে না পারি ।
 বুঝাইবা কি বলিয়া আমাকে কংসারি ॥
 পুত্রশোক শেল হেন বাজিছে হৃদয় ।
 দেখাবার হলে দেখাতাম মহাশয় ॥
 সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক ।
 পুত্রশোক তুল্য শোক নহে আর এক ॥

গর্ভেতে ধরিয়া পরে করয়ে পালন ।
 সেই সে বুঝিতে পারে পূজের মরণ ॥
 এ শোক সহিবে কেবা আছয়ে সংসারে ।
 বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে ॥
 সহিতে না পারি আমি হৃদয়েতে তাপ ।
 ভাবিতে উঠয়ে মনে মহা মনস্তাপ ॥
 মহাবলবন্ত মোর শতেক নন্দন ।
 বুঝাইবা কি দিয়া আমাকে ক্লমধন ॥
 মহারাজ দুর্ঘোষন লোটার ভূতলে ।
 চরণ পূজিত যার হৃদয়মণ্ডলে ॥
 ময়ূরের পাখে যার চামর বাজন ।
 কুকুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ ॥
 সহিতে না পারি আমি এসব যন্ত্রণা ।
 শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা ॥
 কাতর না ছিল রণে আমার নন্দন ।
 সঁমর করিয়া সবে তাজিল জীবন ॥
 ক্ষত্রিয়ের ধর্ম মৃত্যু সম্মুখসংগ্রামে ।
 তাহাতে না ভাবি আমি দুঃখ কোনক্রমে ॥
 কিন্তু এক হৃদয়ে রছিল বড় ব্যথা ।
 সংগ্রামে আইল দুর্ঘোষনের বনিতা ॥
 এই দুঃখ যদুপতি না পারি সহিতে ।
 ওই দেখ বধূগণ আত্মশাখা হাতে ॥

অতএব বাণে বড় হইয়াছি আমি ।
 আর একদিনেবেদন শুন কৃষ্ণ তুমি ॥
 মরিলেক শত পুত্র না আছে সম্ভতি ।
 রক্তকালে রাজার হইবে কিবা গতি ॥
 পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার ।
 পুত্র নাহি কেবা আনি যোগাবে আহার ॥
 জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে ।
 এই হেতু ক্রন্দন করিব রাজি দিনে ॥
 কি বলিব ওহে কৃষ্ণ কহিতে না পারি ।
 আজি হৈতে শূন্য হৈল হস্তিনা নগরী ॥
 কহিতে কহিতে ক্রোধ বাড়িলেক অতি ।
 পুনরপি কহিলেন বাসুদেব প্রতি ॥
 শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে ।
 কিবা অনুযোগ আমি করিব তোমাকে ॥
 ওহে কৃষ্ণ যদুনাথ দেবকীকুমার ।
 তোমা হৈতে হৈল মোর বংশের সংহার ॥
 ভেদ জন্মাইল। দুই দিকে যদুপতি ।
 না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি ॥
 কোঁরব পাণ্ডব তব উভয়ে সমান ।
 তাহে ভেদ কর। যুক্ত নহে মতিমান ॥
 ধর্ম আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে ।
 সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম তোমার সন্ধান ॥

না আছে হিংসার লেশ ধর্মের শরীরে ।
 ভেদ জন্মাইল। তুমি কহিয়া তাঁক্ষারে ॥
 যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুই জনে ।
 তোমাকে উচিত নহে উপস্থিত রণে ॥
 তারে বন্ধু বলি যেই করায় শমতা ।
 তুমি দিল। শিখাইয়া বিবাদের কথা ॥
 কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে ।
 সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডু মনে ॥
 বরণ করিতে তোমা গেল দুর্ঘ্যোধন ।
 পালঙ্গে আছিল। তুমি করিয়া শয়ন ॥
 জাগিয়া আছিল। তুমি দেখি দুর্ঘ্যোধনে ।
 কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্র। গেল। মনে ॥
 পশ্চাতে অর্জুন গেল সে কথা শুনিয়া ।
 উঠিয়া বসিল। মায়া নিদ্র। উপেক্ষিয়া ॥
 নারায়ণী সেন। দিল। কোঁরবে সমুদ্রে ।
 ছদ্মেতে অর্জুনবাক্য শুনিলা প্রথমে ॥
 সারথি হইল। তুমি অর্জুনের রথে ।
 সমান সম্বন্ধ তবে রহিল কি মতে ॥
 তোমার উচিত ছিল শুন যদুপতি ।
 সৈন্য নাহি দিতে তুমি না হতে সারথি ॥
 তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সম্বন্ধ ।
 তোমার উচিত নহে কপট প্রবন্ধ ॥

তার পর এক কথা শুন যত্নশ্রুত ।
 করিল। দৃষ্টকর্ণ কর্ম শুনিতে অদ্ভুত ॥
 মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিল। তুমি ।
 চাহিল। যে পঞ্চগ্রাম শুনিয়াছি আমি ॥
 না দিলেক পুত্র মোর কি ভাবিয়া মনে ।
 আসিয়া কহিল। তুমি পাণ্ডুর নন্দনে ॥
 সদাচারী পাণ্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে ।
 তাহে তুমি ভেদ করি কহিল। বচনে ॥
 আপনি করিল। ভেদ কোরব পাণ্ডবে ।
 নহে তুমি প্রবৃত্ত হইল। কেন তবে ॥
 সেই কালে ঘরেতে যাইতে যদি তুমি ।
 সমস্তেই বলি তবে জানিতাম আমি ॥
 যুদ্ধযুক্তি দিল। তুমি পাণ্ডুর কুমারে ।
 প্রবঞ্চনা করি ক্লৃষ্ণ ভাগুলে আমারে ॥
 জানিলাম তুমি সব অনর্থের মূল ।
 করিল। বিনাশ তুমি যত কুরুকুল ॥
 কহিতে তোমার কর্ম বিদরয়ে প্রাণ ।
 তবে কেন বল তুমি উভয় সমান ॥
 আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে ।
 না কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে ॥
 কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখে ।
 উচিত কহিতে পাছে পড় মনোহুখে ॥

পুত্রশোক কলেবর পুড়িছে আমার ।
 বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার ॥
 যাবত শরীরে মোর রহিবেক প্রাণ ।
 তাবত জ্বলিবে দেহ অনল সমান ॥
 শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিবই তোমারে ।
 তবে পুত্রশোক মোর ঘৃচিবে অন্তরে ॥
 অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন ।
 জাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইবা নিধন ॥
 পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ ।
 পাইবা যন্ত্রণা তুমি এই অভিশাপ ॥
 যেন মোর বধু সব করিছে ক্রন্দন ।
 এই মত কান্দিবেক তব বধুগণ ॥
 তুমি যথা ভেদ কৈলা কুরু পাণ্ডবেতে ।
 যদ্রবংশে তথা হবে আমার শাপেতে ॥
 কোরবের বংশ যেন হইল সংহার ।
 শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার ॥

কাশীদাস ।

হরপার্বতীর গৃহস্থ অবস্থা ।

কিনিয়া পাশার সারি আনিল পার্বতী ।
 আপনি লইল রাজী কালী শ্রদ্ধাবতী ॥

হাতে পাঠী করিয়া ডাকেন দশ দশ ।
 দেখিয়া ফেরকা বুড় হইল বিরস ॥
 তোমা বিয়ে হৈতে গোর্গী মজিল সকল ।
 ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল ॥
 ভিকারীর স্ত্রী হয়ে পাশায় প্রবল ।
 কি খেলা খেলিতে যদি থাকিত সম্বল ॥
 প্রভাতে খাইতে চার কার্তিক গণাই ।
 চারি কড়ার সম্বল তোর ঘরে নাই ॥
 দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল ।
 সব ধন বুড়া রুষ গলে হাড়মাল ॥
 প্রেত ভূত পিশাচের সহিতে তার রক্ত ।
 প্রতিদিন কতেক কিনিয়া দিব ভাজ ॥
 মিছা কাঁজে ফিরে স্বামী নাহি চাসবাস ।
 অন্ন বস্ত্র কতেক যোগাব বার মাস ॥
 লোক লাজে স্বামী মোর কিছুই না কর ।
 জামাতার পাকে হৈল ঘরে সাপের ভয় ॥
 দুই পুত্র তিন দাসী আর শূলপানি ।
 প্রেত ভূত পিশাচের অন্ত নাহি জানি ॥
 নিরন্তর কতেক সহিব উৎপাত ।
 রোঁধে বেড়ে দিবে মোর কাঁখে হৈল বাত ॥
 দুষ্ক উথলিলে গোর্গী নাহি দেও পানি ।
 পাশা খেলে বঞ্চ তুমি দিবস রজনী ॥

শুনিয়া মায়ের মুখে বচন প্রবল ।
 কহিতে লাগিল গৌরী আঁকি-ছল ছল ॥
 আমাতারে দিয়াছেন বাপা ভূমি দান ।
 তখি ফলে মাস মসুর তিল কাপাস ধান ॥
 রান্ধিয়া বাড়িয়া মাগো কত দেও খোটা ।
 তোমার ঘরে আজি হৈতে পুতিলাম কাঁটা ॥
 মৈনাক তনয় লয়ে মুখে কর ঘর ।
 কতবা সহিব নিন্দা যাব অন্যত্র ॥
 কতবা সহিব আমি দস্তুর ঝট্ ঝটী ।
 দেশান্তরে যাব আমি পুত্র লয়ে হুটী ॥
 এত বলি যান গৌরী ছাড়ি মায়া মোহ ।
 ঝলকে ঝলকে পড়ে লোচনের মোহ ॥
 গৌরী সঙ্গে যুক্তি করি, চলিল কৈলাসগিরি,
 স্বশরের ছাড়িয়া বসতি ।
 ভবনে সম্বল নাই, চিন্তায়ুক্ত গোসাঁই,
 তিকি অনুসারে কৈলা মতি ॥
 ভ্রমেন উজান ভাটী, চৌদিকে কোচের বাটী,
 কোচবধু তিকি দেয় খালে ।
 খাল হৈতে চালুগুলি, ভরিয়া রাখেন ঝুলি,
 দ্বাদশ লব্ধি ঝুলি দোলে ॥
 কেহ দেয় চালু কড়ি, কেহ দেয় দালি বড়ি,
 কুপি ভরি তৈল দেয় তেলি ।

কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পেলৈম বহুগ্রামে ।
 আজি সকালে ভোজন করি থাকিয়া আশ্রমে ॥
 আজি গণেশের মাতা রান্ধিবে মোর মত ।
 নিমে শিমে বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত ॥
 স্নকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর ।
 কুমুড়া বার্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর ॥
 হুতে ভাজি শর্করাতে ফেলহ কুলবড়ি ।
 চোঁয়া চোঁয়া করিয়া ভাজহ পলাকড়ি ॥
 কড়ই করিয়া রান্ধ সরিষার শাক ।
 কটু তৈলে বাধুয়া করিবে দৃঢ় পাক ॥
 আমড়া সংযোগে গৌরী রান্ধিবে পালঙ্ক ।
 বাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব ॥
 গোটা কাসুন্দিতে দিবে জামিরের রস ।
 এ বেলার মত ব্যঞ্জন রান্ধ গোটা দশ ॥
 রন্ধন উদ্যোগ গৌরী কর হয়ে স্থির ।
 ভোজনের শেষে দিবা দধি দুধ ক্ষীর ॥
 এতক বচন যদি কহে শূলপতি ।
 অঞ্জলি করিয়া কিছু বলেন পার্শ্বতী ॥
 রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গোসাঁই ।
 প্রথমে যা পাতে দিব তাই ঘরে নাই ॥
 কালিকার ভিক্ষায় নাথ উবার শুধিলোঁ ।
 অবশেষে ছিল বাছা রন্ধন করিলোঁ ॥

আছিল ভিক্ষার বাকী পালি দশ ধান ।

গাণেশের মূষায় তা কৈল জলপান ॥

আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল ।

তবে সে আনিতে নাথ পারিব তগুল ॥

এমত শনিয়া হর গৌরীর ভারতী ।

সকোপে বলেন তাঁরে দেব পশুপতি ॥

আমি ছাড়ি ঘর, যাব দেশান্তর, কি মোর ঘর করণে ।

তুমি কর ঘর, হয়ে স্বতন্তর, লয়ে গুহ গজাননে ॥

দেশে দেশে কিরি, কত ভিক্ষা করি, ক্ষুধায় অন্ন না মিলে ।

গৃহিণী দুর্জন, ঘর হৈল বন, বাস করি তরুতলে ॥

কত ঘরে আনি, লেখা নাহি জানি, দেড়ি অন্ন নাহি থাকে ।

কতেক ইন্দুর, করে দূর দূর, গণার মূষায় পাকে ॥

এ দুখ প্রচুর, গুহার ময়ূর, সাপ ধরি ধরি খায় ।

হেন লয় মোরে, এই পাপ ঘরে, রহিতে চিত না জুয়ায় ॥

বিক্রম করয়, বাঘা বনে ধায়, দেখি তাহার চাহনি ।

বলদ দুর্বল, করে টলমল, নাহি খায় ঘাস পানি ॥

অান্ বাঘছাল, শিঙ্গা হাড়মাল, ডম্বুর বিভূতি ঝুলি ।

আইসহ ভৃঙ্গী, যাবে মোর সঙ্গী, নারহিব তোরে বলি ॥

এত বলি হর, ছাড়ি নিজ ঘর, চলিল ব্রহ্ম বাহনে ।

করি আশ্রয়, বলেন পার্শ্বতী, শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥

কি জানি তপের ফলে বর পেয়ে হর ।

সই সাক্ষাতি নাহি আসে, দেখি দিগম্বর ॥

উদ্যত লেঙ্গটা হর চিতা ধূলি গায় ।
 দাঁড়াতে মাথার জটা ভূমেতে লুটায় ॥
 একত্র শুইতে নারি সাপের নিশ্বাসে ।
 তাহার অধিক পোড়ে বাঘছালের বাসে ॥
 পোয়ের ময়ূরে বাপের সাপে সদাই করে কেলি ।
 গণার মুষায় খুলী কাটে, আমি খাই গালি ॥
 বাঘ বলদে সদাই রণ নিবারণ কত ।
 অভাগী গোর্গীর প্রাণ দৈবে হৈল হত ॥
 পায় ধরি কর্জ করি, স্মৃতিতে কন্দল ।
 পুনর্ব্বার উদ্ধার করিতে নাহি স্থল ॥
 দাকণ দৈবের ফলে হইলাম হুশিনী ।
 তিস্রার ভাতেতে বিধি করিল গৃহিণী ॥
 উভে ফনি শোভে পতির লনাটে দাহন ।
 জটায় জাহ্নবী ফিরে ভূতের নাচন ॥
 কি কহিব সহচরী মোর দুঃখ কথা ।
 নিখ্যা নারী করি মোরে সজিলা বিধাতা ॥
কবিকঙ্কণ ।

ব্যাধপুত্রের বর্ণন ।

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু ।

বালক কুঞ্জরগতি,

যেন নব নরপতি,

সবার লোচনমুখ হেতু ॥

নাক মুখ চক্ষু কান, কঁদে যেন নিরমান,

হুই বাহু লোহার সাবল ।

দেহ যেন ঝাল শাখী, বিকচ কমল আঁখি,

শ্যামবর্ণ শোভিত কুণ্ডল ॥

বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁটি,

কর যোড়া লোহার শিকলি ।

রুক শোভে ব্যাঘ্র নখে, অঙ্গে রাজ্য ধূলি মাখে,

কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলি ॥

হুই চক্ষু জিনি নাটা, খেলে দাণ্ডা গুলি ভাঁটা,

কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল ।

পরিধান পাট ধড়া, মাথায় জালের দড়া,

শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল ॥

‘লইয়া বাউড়ি ডেল’, যার সঙ্গে করে গেল,

তার হয় জীবন সংশয় ।

যে জনে আঁকড়ি করে, আছাড়ে ধরনী পরে,

ভয়ে কেহ নিকটে না যায় ॥

সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শশাক তাড়িয়া ধরে,

দূরে গেলে ধরায় কুকুরে ।

বিহঙ্গ বাঁটুলে বিহুে, লতার জড়িয়া বান্ধে,

কান্ধে তার বীর আইসে ঘরে ॥

গণক আসিয়া ঘরে, শুভতিথি শুভবারে,

ধনু দিল ব্যাধ স্মৃত করে ।

কোঁটা দিয়া বিকে রেজা, ফিরাইতে শিখে নেজা,
চামর চৌপার শোভে শিরে ॥

কবিকল্প ।

মগরা নদীতে ধনপতির ঝড় বৃষ্টি ঘটনা ।

ঈশানে উরিল মেঘ সমানে চিকুর ।
উত্তর পবনে মেঘ করে ছুর ছুর ॥
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল ।
চারি মেঘে বরিষে মূলধারে জল ॥
পূর্ব হৈতে আইল বাণ দেখিতে ধবল ।
সাত তাল হৈয়া গেল মগরার জল ॥
বাণজলে বৃষ্টিজলে উথলে মগরা ।
জল মহী একাকার পথ হৈল হারা ॥
চারি দিকে বহে চেউ পর্বত বিশাল ।
উঠে পড়ে ঘন ডিঙ্গা করে দল মল ॥
অবিরত হয় চারি মেঘের গর্জন ।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
পরিচ্ছেদ নাহি সঙ্ক্যা দিবস রজনী ।
স্বরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি ॥
হৈ ঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল ।
ভাত্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল ॥

ঝন্ ঝন্ চিকুর পড়ে কামান সমান ।
 ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান ॥
 ডিঙ্গার ডিঙ্গার লাগি করে ঢুসা ঢুসি ।
 গুঁড়া হয়ে কাঠ পাট বার খসি খসি ॥
 সাধু ধনপতি বলে শুন কর্ণধার ।
 বিষম শব্দে পাব কি রূপে নিস্তার ॥
 কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল ।

অরি হৈল দেবরাজ, বেংতড়কা পড়ে বাজ,
 বরিষে মূষলধারে জল ॥

ডিঙ্গা ফেরে যেন চাক, ভয়ে নাহি ফুটে বাক,
 নাহি জানি কোন্ গ্রহফল ।

নাহি জানি দিবা রাত্তি, ঝড়ে ডিঙ্গা হয় কাতি,
 , বালকে বালকে বহে জল ॥

শিলা পড়ে যেন গুলি, ভাঙয়ে মাথার খুলি,
 বেগে জল বাজে যেন কাঁড় ।

বিষম জলের রায়, ভয়ে প্রাণ স্থির নয়,
 গাবরে ধরিতে নারে দাঁড় ॥

হুঃসহ বিষম ঝড়ে, গাছ উপাড়িয়া পড়ে,
 হুকুল যুড়িয়া বহে ফেলা ।

কহ কর্ণধার ভাই, কি মতে নিস্তার পাই,
 ভাসে সর্প উভ করি কণা ॥

ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, হৃদয় জলে ডিঙ্গা বুড়ে,
 , নেয়ে পাইক জড় সড় শীতে ।

শুন ভাই কণ্ঠধার, নাহি দেখি প্রতিকার,
 জলে অহি ভাসে শতে শতে ॥
 দেখহ নায়ের পাশে, হাঁকর কুণ্ডীর ভাসে,
 ভয়ঙ্কর বিকট দশন ।
 কাণ্ডার উপায় বল, দেখি যে প্রবল জন,
 আজি হৈল সংশয় জীবন ॥
 কবিকঙ্কণ ।

জননী কর্তৃক শিশুশ্রীমন্তের রোদন শাস্তি ।

আয় রে আয় আয় আয় রে আয় ।
 কি লাগি কান্দে বাছা কি ধন চায় ॥
 তুলিয়ে আনিব গগন ফুল ।
 একেক ফুলের লক্ষেক মূল ॥
 সে ফুলে গাঁথিয়ে পরাব হার ।
 মোবার বাছা কেঁদোনা আর ॥
 খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড পরাব চুয়া ।
 কপূর পাকা পান সরস গুয়া ॥
 কুরঙ্গ রথ হস্তী যোঁতুক দিয়া ।
 রাজার হুঁহিতা করাব বিয়া ॥
 শ্রীমন্ত চাপে মোর বিনোদ নায় ।
 কুসুম কস্তুরী চন্দন গায় ॥

পালঙ্কে নিদ্রা যায় চামর বার ।

ত্ৰীকবি ককণে সঙ্গীত গায় ॥

কবিকঙ্কণ ।

শিশু ত্ৰীমস্ত বর্ণনা ।

দিনে দিনে বাড়েন ত্ৰীপতি ।

কোলে শুয়ে করে ক্রীড়া, নাহি রোগ ব্যাধি পীড়া,

অন্ধকার হরে দেহজ্যোতিঃ ॥

দেহের কণক বর্ণ, গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ,

বিহঙ্গমরাজ জিনি নাসা ।

বিচিত্র কপালতটী, গলায় সোণার কাঁটা,

কলকণ্ঠ জিনি চাক ভাষা ॥

জননীর কোলে নিন্দে, কণে হাসে কণে কান্দে,

মাধুসূত করয়ে দেহালা ।

দোলায় কণেক দোলে, কণেক লহনা কোলে,

কণে কোলে করয়ে দুর্বলা ॥ . .

মৌনেতে কণেক থাকে, উঁরা চুঁরা কণে ডাকে,

জননীর পরানে কোঁতুক ।

পতি হৃপতির দাস, গেল দীর্ঘ পরবাস,

পাশরে দেখিয়া পুত্রমুখ ॥

জননীর লোচন ফাঁদ, বদন শরদচাঁদ,

লোচন যুগল ইন্দীবর ।

কপাল বিশাল পাটা, সিংহ জিনি মাজা ছটা,

অভিনব যেন শক্তিধর ॥

দুই তিন চারি মাস, উলটিরী দেয় পাশ,

আন্ বেষ সাধুর নন্দন ।

মাস যায় পাঁচ চারি, রূপে অতি মনোহারী,

ছয় মাসে করয়ে ভোজন ॥

সাত আট যায় মাস, দুই দন্ত পরকাশ,

আন্ বেষ দিবসে দিবসে ।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,

আলগোছি দেয় দশ মাসে ॥

কবিকঙ্কণ ।

অনুদার জরতীবশে ব্যাসের চলনা ।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী ।

ডান করে ভাঙ্গা নড়ী বাম কক্ষে বুড়ী ॥

ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি ।

হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি ॥

ডেঙ্গর উকুন নিকি করে ইলি বিলি ।

কোটি কোটি কাণকোটোরির কিলি কিলি ॥

কোটরে নয়ন দুটী মিটি মিটি করে ।

চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে ॥

বার বার বারে জল চক্ষু মুখ নাকে ।
 শুনিতেন না পান কাণে শত শত ডাকে ॥
 বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুজ ভার ।
 অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার ॥
 শত গাঁঠি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান ।
 ব্যাসের নিকটে গিয়া হৈলা অধিষ্ঠান ॥
 ফেলিল যুগলী লড়ি আঁহা উহু করে ।
 জামু ধরি বসিল। বিরসমুখী হয়ে ॥
 ভূমে ঠেকে খুঁথি হাঁটু কাণ তেকে যায় ।
 কঁজ ভরে পিঠডাঁড়া ভূমিতে লুটায় ॥
 উকুনোর কামড়েতে হইরা আকুল ।
 চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল ॥
 মহেশ্বরের কথা কন অন্তরে হাসিয়া ।
 অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া ॥
 তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে ।
 পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাই কাছে ॥
 বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই ।
 কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই ।
 কাশীতে মরিলে তাহে পাপভোগ আছে ।
 তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে ॥
 এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই ।
 মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন চাই ॥

তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয় ।
 সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয় ॥
 বাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড় ।
 মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড় ॥
 বুঝি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর ।
 সদা মুক্ত হবে যদি এই থানে মর ॥
 ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন কথিয়া ।
 মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া ॥
 তোর মনে আমি বুড়ি এখনি মরিব ।
 সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব ॥
 উর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত ।
 অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত ॥
 বায়ুতে পাকিয়া চুল হইল শোণ লুড়ি ।
 বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুঁড়ি গুঁড়ি ॥
 শিরঃশূলে চক্ষু গেল কঁজা কৈল কঁজে ।
 কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুঝে ॥
 কাণকোটোরিতে মোর কাণ হৈল কালা ।
 কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা ॥
 এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান ।
 আর বার বাসদেব আরস্তিল্য ধ্যান ॥
 ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া ।
 পুনশ্চ বাসের কাছে আইলা ফিরিয়া ॥

বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও ।
 এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও ॥
 বুড়া বয়সের ধর্ম অণ্ডে হয় রোষ ।
 ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ ॥
 মনে পড়ে নারে বাছা কি কথা কহিলে ।
 পুনঃ কহ কি হইবে এখানে মরিলে ॥
 ব্যাসদেব কন বুড়ী বুঝিতে নারিলে ।
 সদা মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে ॥
 বুড়ী বলে ছায় বিধি করিলেক কাল ।
 কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বাল ॥
 পুনশ্চ চলিল দেবী ছলে ক্রোধ করি ।
 ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিল ধ্যান ধরি ॥
 ধ্যানের অধীন দেবী চলিতে নারিল ।
 পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইল ॥
 এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত ।
 ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত ॥
 দৈব দোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ ।
 বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ ॥
 একে বুড়ী আরো কাল চক্ষে নাহি স্মরে ।
 বারে বারে ধ্যান ভাঙে কহিলে না বুঝে ॥
 ডাকিয়া কহিল ক্রোধে কাণের কুহরে ।
 গর্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে ॥

বুঝিহু বুঝিহু বলি করে চাকি কাণ ।

তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্ধান ॥

ভারতচন্দ্র ।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল ।

সর্বোরে—তেজস্বী আজি মহাক্রমতেজে—

কহিল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, “এ কনক পুরে,

ধনুর্ধর আছে বত, সাজ শীঘ্র করি

চতুরঙ্গে ! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—

এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে !”

উখলিল সভাতলে হুন্সুতির ধনি,

শৃঙ্গনির্বাদক যেন, প্রলয়ের কালে,

বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নির্বাদে !

বণা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে

স্নাত্তে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে

রাক্ষস, টলিল লক্ষা বীরপদতরে !

বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে

স্বর্ণধ্বজ, ধূমবর্ণ বারন, আক্ষালি

ভীষণ মুদার শুণ্ডে ; বাহিরিল হেঘে

তুরঙ্গম, * * *

আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,

ধূমকেতুরাশি, যেন উদ্ভিল সহস।
 আকাশে ! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
 স্তনি মে ভীষণ শব্দ নাছিল। গন্তীরে
 রহুসৈন্য। ত্রিদিবেস্ত্র নাছিল। ত্রিদিবে !
 কছিল। বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
 স্রষ্ট্রীব, অঙ্গদ, হনু, নেতুনিধি যত
 রক্ষোবম ; নল, নীল, শরভ স্রুমতি,—
 গজ্জিল বিকট ঠাট জয়রাম নাদে !
 মঞ্জিল জীমূতরুন্দ আবরি অশ্বরে ;
 ইরশ্বদে ধাঁধি বিশ্ব, গজ্জিল অশনি ;
 চামুণ্ডার হাসিরাশি সদৃশ হাসিল
 সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিল।
 দুর্জয় দানবদলে, মত্ত রণমদে ।
 ভুবিল তিমিরপুঞ্জ তিমির-বিনাশী
 দিনমণি ; বায়ুদল বহিল চৌদিকে
 বৈশ্বানরশ্বাসরূপে ; স্তুলিল কাননে
 দাবাধি ; প্লাবন নাদি প্রাসিল সহস।
 পুরী, পল্লী ; ভূকশ্ণনে পড়িল ভূতলে
 অট্টালিকা, ভকরাজী ; জীবন তাজিল
 উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি !—
 চকিতে চাছিল। হরি স্বর্ণলহ। পানে।
 দেখিল। রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে

অসম্ভা, প্রতিষ-অন্ধ, চতুঃকঙ্করূপী ।
 চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায় ;
 পশ্চাতে শব্দ চলে অবন 'বধিরি ;'
 চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
 ঘন ঘনাকার রূপে ! টলিছে সমনে
 স্বর্ণলক্ষা ! বহির্ভাগে দেখিল। জীপতি
 রঘুসৈন্য, উর্ধ্বকূল সিদ্ধুযুখে যথা
 চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে ।
 দেখিল। পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
 ধাইছে লক্ষার পানে, পক্ষিরাজ যথা
 গকড় হেরিরা দূরে সদা ভক্ষ্য ফণী,
 হুকারে ! পুরিছে বিশ্ব গন্তীর নির্ঘোবে !
 পলাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি ;
 কাঁদিছে জননী, কোলে করি শিশুকুলে
 ভয়াকুল ; জীবত্রজ ধাইছে চৌদিকে
 ছন্নমতি ! কণকাল চিস্তি চিন্তামনি
 আদেশিলা গকড়েরে, " উড়ি নভোদেশে,
 গকড়ান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে,
 হরে অশ্বরাশি যথা তিমিরারি রবি ;
 কিহা তুমি, বৈনতের, হরিল। যেমতি
 অমৃত । নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে ।"
 বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িল। আকাশে

শঙ্কীরাজ ; মহাহারা পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী ।

যথী গৃহমাঝে বহি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ হুরার পথে বাহিরার বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে ; গজ্জিল চৌদিকে
রথুসৈন্য ; দেবরক্ষ পশিলা সমরে ।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে ; পৃষ্ঠদেশে দস্তোয়ানিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেকশূদ্র যথী
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে ; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী ক্ষুদ্র তারকারি
সেনামী ; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ;
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে !
আতঙ্কে শুনিল লক্ষা স্বর্গীয় বাজনা ;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে !

বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষানরে ।
অম্বরানশিসম কষু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত ; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্জর বলী
রোষিলা অবগণপথ ! গগন ছাইয়া
উড়িল কলঙ্কুল, ইরম্মদতেজে
তেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ ; বহিল প্লাবনে

শোণিত ! পড়িল রক্তোন্নতকুলরথী ;
 পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেযতি
 পত্র প্রভঞ্জনবলে ; পড়িল নিমাদি
 বাজীরাজী ; রনভূমি পুরিল তৈরবে !

বাহিরিলা রক্তোন্নত পুষ্পক-আরোহী ;
 ঘর্ষরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
 বিক্ষুব্ধিল ; তুরঙ্গন হেবিল উদ্যমে ।
 রতনসম্ভবা বিভা, নরম ধাঁধিরা,
 ধার অগ্রে, উষা যথা, একচক্র রথে
 উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে !
 নাদিল গভীরে রক্তঃ হেরি রক্তোন্নতথে ।
 পলাইল রত্নসৈন্য, পলায় যেমনি,
 মদকল করীরাজে হেরি, উর্দ্ধ্বাঙ্গে
 বনবাসী ! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
 বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
 ঘোরবাদে, পশুপক্ষী পলায় চৌদিকে
 আতঙ্কে ! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
 মুহূর্ত্তে ভেদিল ব্যূহ বীরেন্দ্রকেশরী,
 সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
 বালিবহু ! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
 মোর্চনরতি ! অগ্রেসরি শিখিবজ্র রথে,
 শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী

রোহিলা সে রক্ষণতি । কতাজলিপুটে
 নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গভীরে,—
 “ লঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
 কিঙ্কর ! লঙ্কার ভবে বৈরীদল যাবো
 কেন আজি ছেরি তোমা ? নরাদম রামে
 ছেন আবুকুল্য দান কর কি কারণে,
 কুমার ? রথীন্দ্র তুমি ; অন্যার সমরে
 মারিল মন্দমে ঘোর লক্ষ্মণ ; মারিব
 কপটসমরী বুড়ে ; দেহ পথ ছাড়ি ! ”

কহিলা পার্শ্বতীপূজ, “ রক্ষিব লক্ষ্মণে,
 রক্ষোঁরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে ।
 বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
 নতুবৎ এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে ! ”

সরোবে, তেজস্বী আজি মহাকত্রতেজে,
 ছকারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলমিথি
 অগ্নিসম, শরজালে কাতরিত্তা রণে
 শক্তিধরে ! বিজয়ারে সস্তাষি অভয়া
 কহিলা, “ দেখ্ লো, সখি, চাহি লঙ্কাপানে,
 তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
 নির্দয় ! আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র ছরিছে—
 দেবতেজঃ ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
 নিবার্ কুমারে, সই । বিদরিছে হিরা

আমার, লো সহচর, ছেলি রক্তধারা
 বাহার কোমল দেহে । ভক্ত-বৎসল
 সদানন্দ ; পূজাধিক ঘেহেন ভকতে ;
 তেঁই সে রাবণ এবে ছুঁবার সমরে,
 স্বজনি !” চলিল আশু সৌরকররূপে
 নীলাশ্বরপথে দূতী । সম্বোধি কুমারে
 বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিল—“ সম্বর
 অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে ।
 মহাক্রোধে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি !”
 ফিরাইল রথ হাসি ক্ষুদ্র তারকারি
 মহাসুর । সিংহনাদে কটক কাটিয়া
 অসম্মা, রাক্ষসনাথ ধাইল। সত্বরে
 ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি ।

বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে
 রক্ষেন্দ্রে ; ছুঁকারি শূর নিরস্ত্রিনা সব
 নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী ।
 পলাইল বীরদল অলাঞ্জলি দিয়া
 লঙ্কার ! আইল। রোষে দৈত্যকুল-অরি,
 ছেলি পার্শ্বে কর্ণ যথা কুকক্ষেত্ররণে ।

ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিল। ছুঁকারি
 ঐরাবত শির লক্ষি । অর্জুপথে তাহে
 শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিল। সত্বরে ।

কহিল। কর্মরূপাতি গর্বে সুরনাথে ;—

“ যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কোশলে, আজি কপট সংগ্রামে !

তুঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ ! অবধ্য তুমি, অমর ; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা

মুহূর্তে ! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব ! ” ভীম গদা ধরি,
লক্ষ দিয়া রথীশ্বর পড়িল। ভূতলে,
সঘনে কাপিল মহী পদযুগভরে,
উকদেশে কোষে অসি বাজিল ঝঞ্ঝনি !

ছকারি কুলিনী রোষে ধরিল। কুলিশে !
অমনি হরিল তেজঃ গকড় ; নারিল।
লাড়িতে দন্তোলি দেব দন্তোলিনিক্কেপী !
প্রহারিল। ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভভেদী মহীকহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে ! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িল।
হাঁটু গাড়ি। হাসি রকঃ উঠিল। স্বরথে।
যোগাইল। মুহূর্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ ; ছাড়িল। পথ দিতিসুতরিপু

অভিমানে । হাতে ধনুঃ ঘোর সিংহনায়ে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে ।

কহিলা রাক্ষসপতি ; “ না চাই তোমাতে
আজি হে বৈদেহীনাথ । এ ভব মণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে !

কোথা সে অশ্রুজ তব কপটসমরী
পামর ? মারিব তারে ; যাও কিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ ! ” নাদিল। ভৈরবে
মহেশ্বাস, দূরে শূর হেরি রামাশ্রুজে ।
রূপপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেস্ত্র ; কড় বা রথে, কড় বা ভূতলে ।

চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ষরি নির্ধোষে ;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি ; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু ! যথা হেরি দূরে
লপোত, বিস্তারি পাখা ধায় রাজপতি
অশ্বরে, চলিল। রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে, * *
* * বীরমদে দুর্গদ সমরে
রাবণ, নাদিল। বলী হুহুকার রবে ;—
নাদিল। সৌমিত্রি শূর নিভ'র হৃদয়ে,
নাদে যথা মন্তকরী মন্তকরিমাদে !

দেবদত্ত ধনুঃ ধরী টকারিল। রোবে ।

“এত ক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,”—কহিল। সরোবে
রাবণ, “এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম ? কোথা এবে দেব বজ্রপানি ?
শিখিধ্বজ শক্তিধর ? রঘুকুলপতি,
জ্ঞাতা তোর ? কোথা রাজা সুর্য্যীব ? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি ? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উন্মিলা,
তাব্ দৌছে ! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে ; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরনী !
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্য়তি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে ।”

গর্জিল। তৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অঘিনিখাসম শর ; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিল। ভীষ্মাদী সৌমিত্রি কেশরী,—
“ক্ষত্রকূলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি ; কেন ডরাইব
তোমার ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি ; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা !”

বাজিল তুমুল রণ ; চাহিল। বিশ্বরে

দেব নর দৌহা পানে ; কাটিল সোমিত্রি
 শরজাল মুহমূহঃ হুহুকার রবে !
 সবিন্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, “ বাঁধানি
 বীরপনা তোর আমি, সোমিত্রি কেশরি !
 শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরধি,
 তুই ; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে !”

স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোবে
 মহাশক্তি ! বজ্রনাদে উঠিল গর্জিয়া,
 উজ্জ্বলি অশ্বরদেশ সোদামিনীরূপে,
 ভীষণরিপুনানিনী ! কাঁপিলা সভরে
 দেব, নর ! ভীমাঘাতে পড়িলা ভূতলে
 লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা ; বাজিল ঝগ্ঝগি
 দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আতাহীন এবে ।
 সপন্নগ গিরিসম পড়িলা স্মৃতি ।

বাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

সংসার বিরাগী যুবক ।

শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল ।
 রাঙা রবি ছবি লয়ে খেলার হিল্লোল ॥
 ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে পাখী করে গান ।
 লোহিত বরণ তামু অস্তাচলে যান ॥

বিচিত্র গগন কর কিরণের খট।
 হরিজা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা ॥
 হেরিয়া ভষের শোভা জুড়ায় ময়ন।
 শীতল শরীর সেবি মল্লর পবন ॥
 ছেন সন্ধ্যাকালে সুবা পূর্ব মনীন।
 ভ্রমরে মদীর কূলে একা এক দিন ॥
 ললাটের আরতন, সূচাক বরণ,
 লোচনের আভা তার, সুখের কিরণ,
 দেখিলে মানুষ বলি মনে নাহি লয়।
 সুরপুরবাসী বলি মনে ভ্রম হয় ॥
 শাপেতে পড়িয়া বেন ধরার ভিতরে।
 পূর্ব কথা আলোচনা করিছে কাতরে ॥
 এক দৃষ্টি এক দিকে রহি কতক্ষণ।
 কহিতে লাগিল সুবা একাশি তখন ॥
 “ দেবের অসাধ্য রোগ, চিন্তার বিকার।
 প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম মার ॥
 নহিলে এখনো কেন অন্তর আঘার।
 ব্যথিত হতেছে এত, দাহনে তাহার ॥
 চারি দিকে এই সব জগতের শোভা।
 কিছুই আমার কাছে নহে মনোমোভা ॥
 এই যে অনন্তময় তানুর মণ্ডল।
 এই সব মেঘ যেন জ্বলন্ত অমল ॥

এই যে মেঘের মাঝে দিবাকরছটা ।
 সোনার পাতার যেন সিঁদুরের ঘট ॥
 এই শ্যাম দুর্বাদল এই নদীজল ।
 মণ্ডিত লোহিত রবিকিরণে সকল ॥
 নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায় ।
 নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায় ॥
 মনের আনন্দে অই পাখী করে গান ।
 জানায় জগত জনে রবি অস্ত যান ॥
 উর্ধ্বপুচ্ছ গাভী অই, পাইয়া গোখুলি ।
 ধাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি ॥
 কৃষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন ।
 সেবিয়া শীতল বায়ু পুলোকিত মন ॥
 পৃথিবীর যত জীব প্রকুল সকল ।
 অভাগা মানব আমি অশুখী কেবল ॥
 তাজি গৃহকারাগার এমু নদীতটে ।
 দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে ॥
 ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায় ।
 চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তায় ॥
 চিন্তা বিষে মন যার জ্বরে একবার ।
 নিকপায় সেই জন, বুঝিলায় সার ॥
 সার ভাবিয়াছি আমি নরক সংসার ।
 প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার ॥

দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা-অলঙ্কার ।
 ঘেব, পরহিংসা, আর হৃশংস আচার ॥
 দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার ।
 প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোণ অনিবার ॥
 নরহত্যা, অনিবার্য্য সংগ্রাম হুরন্ত ।
 কত লব নাম তার নাহি যার অন্ত ॥
 পরিপ্লুত বসুন্ধরা, এই সব পাপে ।
 স্মরণ করিতে দেহ থর থর কাঁপে ॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ঈশ্বর স্তুতি ।

আনন্দে মিলাও তান, গাও রে বিভুর গান,
 জয় জগদীশ বল মন ।
 তাজ রে অনিত্য খেলা, তাজ রে পাপের মেলা,
 তাজ রে তাঁহার জীচরণ ॥ .
 মহিমার ধজা লয়ে, বিমানে বিরাজ হয়ে,
 চারি দিকে তারাগণ ধায় ।
 সাজিয়া মোহন সাজে, বসিয়া ভবের মানো,
 শশধর তাঁর গুণ গায় ॥
 দিবস হইলে পরে, প্রচণ্ড রবির করে,
 প্রকাশে তাঁহার মহাবল ।

হাবর জলম জল, যে্যাম বাহু মহীতল,
 তাঁর গুণ গাইছে কেবল ॥
 তজ রে তাঁহার নাম, ধৌজি রে তাঁহার ধাম,
 সেই জন ভবের ভাগ্যারী ।
 সেই প্রভু ভয়ঙ্কর, যমে ধীরে করে ডর,
 সেই জন ভবের কাণ্ডারী ॥
 করেছি অনেক পাপ, সহির অনেক তাপ,
 দয়াময় দয়া কর মোরে ।
 তব পদে বিশ্বপতি, থাকে যেন মম মতি,
 এই নিবেদন পাপী করে ॥
 হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

যমুনা তটে ।

অাহা কি সুন্দর নিশি চন্দ্রমা উদয়,
 কোমুদীরানিতে যেন ধৌত ধরাতল !
 সমীরণ মৃদু মৃদু কুলমধু বর,
 কল কল করে ধীরে তটিনীর জল !
 কুসুম গলব লতা নিশার তুফারে,
 শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ার,
 জোনাকের পাঁতি শোভে তব লক্ষ্যপরে,
 নিরিবিলি কিঁকিঁতাকে, জগত সুমার;—

হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী হুলে হুলে জলে ভাসি যার।

ভাসিয়ে অকুল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ক্রবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু করি দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জামে প্রকৃতির প্রাণুল মুরতি
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে,
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সাস্তুনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানবমন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তায় মজে বিজন ভূমিতে।

হার রে প্রকৃতি সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি !
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলি,
শমন করিয়া চুরি লয়েছে যাহার ?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলি,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ান ব্যথার ?
কেন বা উৎসবে মাতি, থাকি কভু দিবা রাত্তি,
আবার নির্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?

বসিয়া যখনাতটে হেরিয়া গমন,
 কণে কণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
 দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম, আত্মবিক্রম,
 জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না !
 কত আশা, কত ভয়, কতই আতঙ্কাদ,
 কতই বিবাদ আমি হৃদয় পূরিল,
 কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
 কত হাসি, কত কান্দি, প্রাণ জুড়াইল !
 রজনীতে কি আতঙ্কাদ, কি মধুর রসাম্বাদ,
 রক্ত ভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল !
 হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

লজ্জাবতী লতা ।

ছুঁইও না ছুঁইও না উটি লজ্জাবতী লতা !
 একান্ত সন্মোহ করে, এক ধারে আছে সরে,
 ছুঁইও না উহার দেহ রাখ মোর কথা ।
 তক লতা যত আর, চেয়ে দেখে চারি ধার,
 ঘেরে আছে অহকারে, উটি আছে কোথা !
 আহা আই থানে থাক, দিও না ক ব্যথা !
 ছুঁইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে প্রাণে,
 যেও না উহার কাছে খাও মোর মাথা ।
 ছুঁইও না ছুঁইও না উটি লজ্জাবতী লতা !

লজ্জাবতী নতা উটি অতি মনোহর ।

যদিও সুন্দর শোভা নাহি তত মনোলোভা,

তবুও মলিন বেশ যদি কি সুন্দর !

যায় না কাহারো পাশে, মান মর্যাদার আশে,

থাকে কাজালির বেশে একা নিরন্তর ।

লজ্জাবতী নতা উটি যদি কি সুন্দর !

নিশ্বাস লাগিলে গায়, অযনি শুকায়ে যায়,

না জানি কতই ওর কোমল অন্তর ।

এ হেন লতার হার, কে জানে আদর !

হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,

দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে, অবনীমণ্ডল লুঠে,

শুনায় কতই রূপ যশের কীর্তন ।

কিন্তু হেন অস্রমাণ, সদা সঙ্কুচিতপ্রাণ,

পুরুষরতন হেরে কে করে যতন ?

অভাব মূঢ়ল ধীর, প্রকৃতিটী সুগম্ভীর,

বিরলে মধুরভাবী মানসরঞ্জন ;

কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ ?

সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,

মেখে ঢাকা আতাহীন নক্ষত্র যেমন ।

চুইও না উহার মেহ করি নিবারণ ;

লজ্জাবতী নতা উটি মানসরঞ্জন !

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

নারদ কর্তৃক গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনা ।

মানব মঙ্গলে দেবতা সকলে
কাতরে ডাকিছে ককণাম্বর,
মানবে রাখিতে ভগবান চিতে
হইল অসীম ককণোদর ।

দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে
গগনমণ্ডল তিমিরময়,
মিহির নক্ষত্র তিনিরে একত্র,
অনল বিদ্যাৎ অদৃশ্য হয় ।

ব্রহ্মাণ্ড তিতর নাহি কোন স্বর,
অবনী অস্বর স্তম্ভিত প্রায় ;
নিবিড় আঁধার, জলধি হুকার,
বারু বজ্রনাদ নাহি শুনায় ।

নাহি করে গতি গ্রহদল পতি,
অবনী মণ্ডল নাহিক ছুটে ;
নদ নদী জল হইল অচল,
নিবার না বারে ভূধর ফুটে ।

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে
গগনে হইল কিরণোদর,
বালকে মালকে অপূর্ব আলোকে
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয় ।

শূন্যে মিল মেখা কিরণের রেখা,
 তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়
 ব্রহ্ম সনাতন অতুল চরণ,
 সলিল নির্ঝর বহিছে তার ।
 বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি
 ধরিত্রা সহস্র সহস্র বেণী,
 দাঁড়ারে অশ্বরে কমণ্ডলু করে
 আনন্দে ধরিছে কমলকোনি ।
 হায় কি অপার আনন্দ আমার,
 ব্রহ্ম সনাতন চরণ হতে
 ব্রহ্মকমণ্ডলে জাহ্নবী উৎসে
 পড়িছে দেখিছু বিদ্যামণ্ডলে ।
 গভীর গর্জনে, দেখিছু গগনে,
 ব্রহ্মকমণ্ডলু হতে আবার,
 অলস্ত ধার রজতের কার,
 মহাবেগে বায়ু করি বিদার ।
 ভীম কোলাহলে নগেন্দ্র অচলে
 সেই বারিরাশি পড়িছে আসি,
 ভূধর শিখর সাজিয়া সূর্যর
 মুকুটে ধরিল সলিল রাশি ।
 ব্রহ্মত বরণ সন্তের গঠন,
 অলস্ত গগন ধরেছে পিরে,

হিমালী আকৃত হিমাত্রি পর্বত
 চরণে পড়িয়া রয়েছে ধীরে ।
 চারি দিকে তার রাশি ভূপাকার
 ছুটিয়া ছুটিছে ধবল কেশা,
 চাকি গিরি চূড়া হিমালীর গুঁড়া
 সদৃশ খসিছে সলিল কণা ।
 ভীষণ আকার ধরিয়া আবার
 তরঙ্গ ধাইছে অচল কার,
 নীলিম গিরিতে হিমালী রাশিতে
 ঘুরিয়া ফিরিয়া মিশারে বার ।
 হইল চঞ্চল হিমাত্রি অচল,
 বেগেতে বহিল সহস্র ধারা,
 পাহাড়ে পাহাড়ে তরঙ্গ আছাড়ে,
 ত্রিলোক কাঁপিল আতঙ্কে সারা ।
 ছুটিল গর্ভেতে গোমুখী পর্বতে,
 তরঙ্গ সহস্র একত্র হইবে,
 গভীর ডাকিয়া আকাশ ভাঙিয়া
 পড়িতে লাগিল পাবান লয়ে ।
 পালকের মত ছিঁড়িয়া পর্বত,
 কুঁদিয়া চলিল ভাঙিয়া বাঁধ,
 পৃথিবী কাঁপিল, তরঙ্গ ছুটিল
 ডাকিয়া অসংখ্য কেশরি-বাদ ।

বেগে বক্রকারে স্রোতঃস্রুত ধার
 যোজন অন্তরে পড়িছে নীচে,
 নক্ষত্রের প্রার ঘেরিয়া তাহার,
 শ্বেত কেনরাশি পড়িছে পিছে ।
 তরঙ্গনির্গত বারিকণা যত
 হিমালী চূর্ণিত আকার ধরে,
 ধূমরাশি প্রার চাকিয়া তাহার
 অলধনু শোভা চিত্রিত করে ।
 শত শত ক্রোশ অনেক নির্বোধ
 দিবস রজনী নাহিক কঁাক,
 অধীর হইয়া প্রতিধনি দিয়া,
 পাষণ কাটিছে শুনিয়া ডাক ।
 ছাড়ি হরিষার, শেষেতে আবার
 ছড়ায়ে পড়িল বিমল ধারা;
 শ্বেত সুশীতল স্রোতঃস্রুতীজল
 বহিল তরঙ্গ তরল পারা ।
 অবনীমণ্ডলে সে পবিত্র জলে,
 হইল সকলে আনন্দে ভোর;
 “জর সনাতনী পতিতপাবনী”
 ঘন ঘন ধনি উঠিল ঘোর ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পাখির বৈভবের নথরতা ।

পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিমোলে,
 সরোবরে ঘন ঘন দেখিলাম দোলে ।
 কখন ডুবায় কার, কতু তামে পুনরায়,
 হেলে হলে আশে পাশে তরঙ্গের কোলে ।
 পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিমোলে ॥
 খেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে গাঁথা,
 উলটি পালটি বেগে জ্বোতে কেনে তোলে ।
 পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিমোলে ॥
 একদৃষ্টে কতকণ, কোতুকে অবশ মম,
 দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কমোলে ।
 পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে ॥
 সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উধনি ;
 পদ্ম জল জলাশয় তুলিয়া সকলি,
 অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়ে ব্যাকুল মন ;
 অই মৃণালের মত হার কি সকলি !
 রাজারাজমন্ত্রীলীলা বলবীৰ্য্য জ্বোতঃশীলা,
 সকলি কি অগম্যায়ী, দেখিতে কেবলি ?
 অদৃষ্ট বিরোধী বার, মাহি কি মিস্তার তার,
 কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী ?
 অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি ।

কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল,
 আনিল সংসারে যারা বিবিধ কোশল !
 দেবতুল্য পরাক্রমে, ভবে অবলীলাক্রমে,
 ছড়াইল মহিমার কিরণ উজ্জ্বল ;
 কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল !
 বাঁধিয়ে পাষণ স্তূপ, অবনীতে অপরূপ,
 দেখাইল মানবের কি কোশলবল,
 প্রাচীন মিশরবাসী, কোথা সে সকল !
 পড়িয়া রয়েছে স্তূপ, অবনীতে অপরূপ,
 কোথা তারা ! এবে কারা হয়েছে প্রবল,
 পূজিছে কাদের আজি অবনীমণ্ডল !

অগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি ;
 জ্বালিল জ্ঞানের দীপ অরণের তাতি ;
 অতুল্য অবনীতলে, এখনো মহিমা জ্বলে,
 কে আছে সে নরধন্য কূলে দিতে বাতি !
 এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি !
 মারামন থার্মপলি হয়েছে আশান্বলী,
 গিরীক আঁধারে আজি পোহাইছে রাতি ;
 এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি !
 যার পদচিহ্ন ধরি, অন্য জাতি দম্ব করি,

আকাশ পরোধিনীরে ছড়াইছে ভাতি ;
জগতের অনঙ্কার কোথায় সে জাতি !

দোৰ্দ্দণ্ড প্রতাপ ঘোর কোথায় সে রোম ;
কাঁপিত বাহার তেজে মহী সিদ্ধু ব্যোম !

ধরণীর সীমা যার ছিল রাজ্য অধিকার,
সহস্র বরষাবধি অতুল বিক্রম ।

দোৰ্দ্দণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম !

সাহস ঐশ্বর্যে যার, ত্রিভুবন চমৎকার ;
সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম !

এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম !

কি চিহ্ন আছে রে তার, রাজপথ দুর্গে যার,
ধরাতল বাঁধা ছিল, কোথায় সে রোম !

নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম !

আরবের পারস্যের কি দশা এখন ;

সে তেজ নাহিক আর নাহি সে তর্জুন !

সৌভাগ্যকিরণজালে, ইহারাই কোন কালে,
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন ।

আরবের পারস্যের কি দশা এখন !

পশ্চিমে হিম্মানীশেষ, পূবে সিদ্ধু হিন্দুদেশ,
কাকর ববনবৃন্দে করিয়া দমন,
উল্কাগম অকস্মাৎ হইল পতন !

“দীন” বলি যাইতলে, যে কাণ্ড করিল বলে,
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন ;
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন !

এডুকেশন গেজেট ।

সূর্য্য ।

দেব দিবাকর, অঙ্ককারহর,
সৌন্দর্য্যের উৎস, তেজের আকর,
কেন না তোমারে নানা দেশে নর
সেবিবে অচল ভকতিভাবে ?
তুমি দেখা দিলে উদয় অচলে,
রূপের ছটায় ভুবন উজলে,
সঙ্গীতরাজ চৌদিকে উথলে ;
ধরাতল সাজে মোহন ভাবে ।

তোমার প্রসাদে দেব সুধাকর
আনন্দে বরষি সুধাময় কর
সাজান যতনে অবনী অম্বর,
যেন সম্ভাপিত মানব মন
রজনীর শান্ত রসেতে রসিয়া,
হৃদয়ের জ্বালা যাইবে তুলিয়া,
ভকতির ভরে পড়িবে চলিয়া,
হইবে প্রেমের রসে মগন ।

তোমার আদেশে জলধরমল,
বিজলীর মালা গলে বালমল,
ছাইয়া নিমেষে গগনমণ্ডল,
বরষে হরষে সলিলরাশি,
বিষম নিদাঘতাপ নিবারিতে,
কাতর ক্লষকে প্রাণদান দিতে,
শুদ্ধ বসুমতী স্নান করিতে,
পুলকে পূরিতে ধরনিবাসী ।

তোমার প্রভাবে হিমালীভবনে
জনমে তটিনী; তোমার পালনে
লতি পীন তনু যবে শুভক্ষণে
নামি ধরাভলে প্রকাশ পায়,
সুখে কল্লুরা হয় কলবতী,
প্রফুল্ল দুকূলে তরু কি ব্রততী,
জীবন পাইয়া সবে স্মৃতিমতি,
তোগের তাণ্ডার উখলি যায় ।

তোমারি আলোকমালার ভূষিত,
তোমারি শোভায় স্নন্দর সজ্জিত,
তোমারি বলেতে গগনে ধাবিত,
এই ধূমকেতু শশাঙ্ক চয়;
যেখানে ভ্রমিতে বলিয়াছ যাবে,

অধিছে নিয়ত সেই সে প্রকারে,
নিরুপিত পুথ তাজিতে না পারে,
শৃঙ্খলে বেন রে অধিত রয় ।

তোমারি প্রসূত অবনীমণ্ডল,
এই উপগ্রহ ধূমকেতু দল;
আদি কালে তুমি আছিলে কেবল
হৃদয়ে করিরা এই জগত ;
একে একে তুমি সৃজিলে সকল,
প্রকাশিয়া ক্রমে স্বীয় তেজ বল,
করি দশ দিকে কত কীর্তিহীন,
মানব কি ছার বুঝিবে তাবত ।

এই ধরাধামে তেজোরূপ ধরি,
ওহে বিশ্ববীজ গগণ বিচরি
করিতেছ রাজ্য দিবস শরীরী,
প্রকাশি বিবিধ প্রকার বল ;
জীব কি উদ্ভিদ তর অবতার,
যন্ত্রের শক্তি তোমার বিকার,
তব ক্রিয়াস্থল সকল আধার,
তুমি অবনীর এক সম্বল ।

তুমি মেঘ করি বরষিছ জল,
তুমি কৃষীরূপে ধরিতেছ হল,

গোমূর্তিতে তুমি টানিছ লাঙ্গল,
 তুমি শস্যরূপে পুনঃউদ্ভিত ।
 তুমি নর হয়ে গড়িতেছ কল,
 তাহে চালাইতে লাগে যে যে বল
 বিজ্ঞানেতে বলে তুমি সে সকল ;
 তোমার মহিমা অপরিমিত ।
 তব তেজোময় দেহের অনল,
 কালে কালে নাকি হইয়া প্রবল,
 করাল কবলে আসিবে সকল,
 জগত হইবে তোমাতে লয়;
 আদিকালে তুমি আছিলে যেমন
 পুনরায় তুমি রহিবে তেমন,
 একা, অদ্বিতীয়, নিখিল কারণ,
 পুনঃ নব সৃষ্টি শক্তিময় ।

এডুকেশন গেজেট

নারী-বন্দনা ।

জগতের তুমি জীবিত রূপিণী,
 জগতের হিতে সতত রতা ;
 পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী,
 বিজন কানন কুমুম লতা ।

পূর্ণিমা চাঁক চাঁদের কিরণ,
 নিশার নীহার, উষার আলো ;
 প্রভাতের ধীর শীতল পবন,
 গগনের নব নীরদ মাল ।
 প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর,
 ককণা নিষার, দয়ার নদী ;
 হ'ত মকমর সব চরাচর,
 না থাকিতে তুমি জগতে যদি ।
 যেমন মধুর স্নেহে ভরপুর,
 নারীর সরল উদার প্রাণ ;
 এ দেব-ভুলভ সুখ সুমধুর,
 প্রকৃতি তেমতি করেছে দান ।
 আমরা পুষ্প পুষ্প নীরস,
 নহি অধিকারী এ হেন সুখে ;
 কে দিবে চালিয়ে সুধার কলস,
 অস্তরের ঘোর বিকট মুখে ।
 হৃদয় তোমার কুসুম কানন,
 কত মনোহর কুসুম তায় ;
 মরি চারিদিকে ফুটেছে কানন,
 কেমন পাবন সুবাস বায় !
 নীরবে বহিছে সেই ফুলবনে,
 কিবে নিরমল প্রেমের ধারা ;

তারক খচিত উজ্জল নগনে,
 আভাষয় ছায়াপথের পারা !
 আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে,
 সে যদি কানন কুসুম রাশি
 আপনা আপনি আসি ধরে ধরে,
 হইরে রয়েছে মধুর হাসি ।
 অমারিক দুটি সরল নয়ন,
 প্রেমের কিরণ উজ্জলে তার ;
 নিশাস্তের শব্দ তারার মতন,
 কেমন বিমল দীপ্তি পায় !
 অগ্নি কুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
 স্নেহময়ী নারী, ত্রিলোক-শোভা ;
 মানস কমল কানন তারতী,
 ভগজন মন নয়ন লোভা !
 তোমার মতন সূচাক চন্দ্রমা,
 আলো করে আছে আলয় যার ;
 সদা মনে জাগে উদার সুষমা,
 রণে বনে যেতে কি ভয় তার !
 করম ভূমিতে পুরুষ সকলে,
 খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয় ;
 তব স্নেহীতল প্রেম তরু তলে,
 আসিয়ে বসিয়ে জুড়িয়ে রয় ।

নদীর পুতুল শিশু সুরুমার,
 খেলিয়ে বেড়ায় ছরবে ছেসে ;
 কোন কিছু ভয় জনমিলে তার,
 তোমারি কোলেতে লুকার এসে ।
 নবীন। নন্দিনী কেশ এলাইয়ে,
 রূপেতে উজলি বিজলী হেম ;
 নয়নের পথে ছলিয়ে ছলিয়ে,
 সোনার প্রতিমে বেড়ায় যেন ।
 আহা রূপাময়ী, এ জগতী তলে,
 তুমিই পরমা পাবনী দেবী ;
 প্রাণীর। সকলে রয়েছে কুশলে,
 তোমার অপার ককণা সেবি !
 হিমালয়ে আসি করি যোগাসন,
 প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা ;
 ধ্যান তোমারি কমল চরণ,
 ভাবে গদ গদ মানস খোলা ।
 নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে,
 মদনমোহন বেড়ান আসি ;
 কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে, সঘনে
 রাধা রাধা বলে বাজান বাঁশী ।
 আহা অবলার কি মধুরিমার,
 প্রকৃতি সাজায় বলিতে নারি !

মাধুরী মানার, মনের প্রভার,
 কেমন মানার তোমার নারী !
 মধুর তোমার ললিত আকার,
 মধুর তোমার সরল মন ;
 মধুর তোমার চরিত উদার,
 মধুর তোমার প্রণয় ধন ।
 সে মধুর ধন বরে যেই জনে,
 অতি সুমধুর কপাল তার ;
 ঘরে বসি, করে পায় ত্রিভুবনে,
 কিছুরি অভাব থাকে না আর !
 ঐবিহারীলাল চক্রবর্তী ।

প্রতিবেশীর গৃহদাহকাতরা বালিকা ।

এই যে দাঁড়িয়ে ককণাসুন্দরী,
 উপর চাতালে থামের কাছে ;
 মুখ খানি আহা চুন্‌পানা করি,
 অনলের পানে চাহিয়ে আছে !
 চুলগুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে,
 পড়িছে চাকিরে মুখ কমল ;
 কচি কচি ভুটি কপোল বহিয়ে,
 গড়িয়ে আসিছে নয়ন-জল ।

যেন মৃগশিক্ত সজ্জল নয়নে,
 দাঁড়ারে গিরির শিখর পরি,
 ত্রাসে দাবানল দ্যাখে দূরবনে,
 স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি !
 হে সুরবালিকে, শুভ দরশনে,
 সুবর্ণপ্রতিমে কেন গো কেন,
 সরল উজল কমল নয়নে,
 আজি অশ্রুবারি বহিছে হেন !
 দুখীদের দুখে হইয়াছ দুখী,
 উদাস হইরে দাঁড়ানে তাই
 শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী,
 লইয়ে বালাই মরিয়া যাই !
 যেমন তোমার অপরূপ রূপ,
 সরল মধুর উদার মন,
 এ নয়ননীর তার অনুরূপ,
 মরি আজি সাজিয়াছে কেমন !
 যেন দেববালা হেরিয়ে শিখর,
 রূপায় নামিয়ে অবনীতলে ;
 চেয়ে চারি দিকে না পেয়ে উপায়,
 ভাসিছেন স্রুত নয়ন-জলে !
 তোমার মতন, ভুবন-ভূষণ,
 অমূল রতন নাই গো আর ।

সাধনের খন এ নব রতন,
 যদি আলে করি রহিবে কার !
 তুমি যার গলে দিবে বরমালা,
 সে যেন তোমার মতন হয় ;
 দেখে বিধি এই সুকুমারী বালা,
 চিরদিন যেন সুখেতে রয় !

জীবিতারীণাল চন্দ্রবত্তা ।

বনবাসিনী সীতার বিলাপ ।

ওরে ওরে ও সন্তান ! কেন মম গর্ভে স্থান
 নিরেছিলি ! মরি মরি হার হার হার রে !
 এ বিপুল অবনীতে তুই কি রে জন্ম নিতে
 পাস্ নাই স্থান আর, খুঁজিলে কোথায় রে ।
 ভেবেছিলি সীতারে কোশল-রাজরাণী ;
 জনমুখিনী দোষ বুঝি নাহি জানি ।
 রবিকূলে জন্ম লবি, নিয়ত আদরে রবি,
 রাখবাক-শোভা হবি এই দুরাশায় রে !
 দুখিনী জঠরে এলি, ভাল তার ফল পেলি,
 থাকুক সে সুখ এবে প্রাণে বাঁচা দায় রে ।
 কেবল সংশয় তোর জীবনে ত নয়,
 আমারে করিলি তুই জীবন সংশয় !

রাঘব-পাদপাশ্রিতা,
 প্রেমরস-অবর্জিতা,
 সীতা লতিকার হার, হার কি কুক্ষণে রে
 হইলি মুকুল তুই! বাকি মাত্র দিন দুই,
 কুম্মিতা হতে, তার সৈব বিড়ম্বনে রে,
 বহিল নিঃশব্দে ঘোর ঝড় অতিকুল!
 কোথা সেই তব কোথা লতা সবুকুল!
 অনিরাছি লোকে কর, হলে গর্ভ উপচর,
 নারীকুল হয় আরো পতি মোহাগিনী রে!
 সীতা কপালের দোষে, পড়িল পতির রোষে,
 গর্ভবতী হয়ে সেই, হেন অভাগিনী রে!
 স্রবণ-স্মৃতিকাগার, পাবি কি পাবি কি আর,
 পাবি কি কোশল্যা আদি পিতামহীগণে রে!
 শোনা মাত্র হাসি হাসি, উন্মিলা মাণ্ডবী মাসি,
 কোলে তুলে লইবে কি কোমল-বসনে রে!
 কোশলেশ-রাঘবের হৃদয়কমল
 পাবি কি রে আর তুই বিহারের স্রঙ্গ!
 মণিময় অলঙ্কার পাবি কি রে ১৯ পহার,
 পাবি কি সে প্রাণেশের সঙ্কেহ-চুষন রে;
 কাঁদিলে অম্পষ্ট বোলে, তুলিয়ে লইবে কোলে,
 নাথ-কোলে দিতে সীতা পাবে কি কখন রে!
 এ সকল স্মৃথ তুই যদি না লভিলি,
 গর্ভ-ক্লেশ ভুগে তবে কি কল পাইলি?

দশমাস দশদিন, কর্তৃক সবে ভাগ্যাবধীন,
 পুত্র প্রসবিতা হার যদি সে স্মৃতিনী রে !
 যদি প্রিয়পতি-পাশে, প্রীতিরসে মাঝি ভাসে,
 কি সুখ তা হলে, স্মৃতে হুখহেতু মানি রে !
 তাহা হতে সুখী এই বিহঙ্গিনীগণে,
 শাবক সহিত স্মৃতে বঞ্চে স্বামি-সনে ।
ঐহরিশ্চন্দ্র নিব ।

মরণকামনার সীতার গজাজলে প্রবেশ ।

ওরে বনচর ! সর সর সবে
 কখনো না কখনো না কখনো না পথ ;
 রবে না জানকী পাপতরা ভবে,
 চলিল, চলিল জন্মের মত ।

রঘুকুলদেবী-ভাগীরথী-কোলে
 রঘুকুল-বধু জানকী আজ,
 শরণ লভেছে হুখে তাপে জ্বলে
 কান্দিলে না আর কানন-মাঝ ।

ধেরে যেতে কেন বনলতাবদী
 ধরিতেছ মম চরণ বেড়ে,
 কেন দাও বাধা ?—সবিনয়ে বলি
 দাও, দাও, দাও, দাও না ছেড়ে ।

বলিতে বলিতে রাম-বিনোদিনী
 উন্মাদিনী মত অমনি ধেরে,
 হইলেন গজা-সলিল-শারিনী
 জননী'র কোলে সুমালে মেরে !

রাঘবের-প্রেম সুখ-নিধি-ভরা
 সুবর্ণ-ভরণী ডুবিল জলে ;
 নিরখিরে শোকে কেটে যায় ধরা,
 বিষম বিষাদে পাষাণ গলে ।

আর কি এ তরী তামিরে উঠিবে,
 আর কি এ তরী লাগিবে কূলে !
 হেন শুভদিন আর কি হইবে,
 বিধি কি সদয় হইবে ভূলে ?

রামের প্রেমের প্রতিমাখানি রে
 গড়েছিলি কি রে দাকণ বিধি
 ডুবাতে শেষে জাহ্নবীর নীরে,
 গেল না কি তোর কাটিয়ে যদি !

কোথা রাঘবেন্দ্র প্রেমিক উদার !
 একবার হেথা দেখ সে এসে ;
 স্বদয়-সরসী-সরোজী তোমার
 তাগীরখী-নীরে যেতেছে ভেসে !

এই বেলা এস, না আসিলে আর
 ইহলোকে দেখা পাবে না তারে !
 ডুবিল, ডুবিল, ডুবিল তোমার
 হেম-কমলিনী সলিল-ধারে !

তোমার হৃদয়-উদ্যান-শোভিনী
 মুকুলিতা এই কনক-লতা ;
 ভাসাইয়ে লয়ে যায় তরঙ্গিনী
 জন্মে না কি তব মরমে ব্যথা !

হায় হায় হায় হায় কি হইল !
 বলিতে নয়ন ভাসিছে জলে,
 রঘুকুল-লক্ষ্মী প্রবেশ করিল
 কার্ অভিশাপে অতল-তলে !

হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

বালগোপাল ।

পাখানি নাচায়ে, হৃপ্পুর বাজায়ে,
 বসিয়ে মায়ের কোলে ।

ঈষত হাসিয়ে, মাখন তুলিয়ে,
 আধ আধ বানী বোলে ॥

কাঁচা মরকত, নবনী জড়িত,
 মনোহর তনুখানি ।

হাসিরে হাসিরে, অমিয়া সিঞ্চিরে,
 বোলে আধ আধ বাণী ॥
 আঙ্গিনামে নাটত নন্দহুলাল ।
 চৌদিকে ব্রজবধু, নাচত গাওত,
 বোলত থৈ থৈ তাল ॥
 থমকি থমকি হুহু মন্দ মধুর গতি,
 ঘুঙ্গুর শব্দ পুতাল ।
 বন্ধু* বলয় ধনি, হুপুর বান বানি, [বৈকি]
 আধ আধ বোল রসাল ॥
 মরকত অঞ্জলি, ইন্দুবদন ঘন
 মোহন মুরতি তমাল ।
 ঈষৎ মধুর উঁহি, গীম* দোলাওনি, [গ্রীবা]
 কর পদ পঙ্কজ লাল ॥

শব্দকোষতরু ।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার ।

জননী বিরাজিত বেশ উজোর* । [উজ্জ্বল]
 গোষ্ঠ বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর ॥
 আগে অগণিত যার গোধন চলিয়া ।
 পাছে ব্রজবালক যার হৈ হৈ বলিয়া ॥
 সম বয়ঃ রূপ সমুচ্ছ করি ছাঁদ ।
 রাম বামে চলু শ্যামর* চাঁদ ॥ [শ্যামল]

ধাতুরাগ বৈচিত্র্য কলেবর,

চরণ চরণোপরি শোভা রে ॥

গোধূলী ধূসর বিষাগ কঙ্কতল,

রজ্জু গোছাদম্ব বিনিহিত কঙ্কর,

রজতুমে ঐ বিরাজিত নটবর,

রূপে অগ্ন মন লোভা রে ।

ধেয়ু সঙ্গে ঘোষ্ঠে রঞ্জে,

খেলত রাম সুন্দর শ্যাম,

কাছনি বিষাগ বেণু মুরলী, **

মুরলী সলিত গান রে ॥

দাম অদাম সুদার ঘিলি,

তরনী তরুজা তীরে খেলি,

ধবলী শ্যামলী আণুরী আণুরী,

ফুকরি চলিছে কান* রে । [কানাই]

বরস কিশোর মোহন ভাঁতি,

বদনইন্দু উজর কঁাতি,

চাকচল্য গুঞ্জারহা*, [খেত গুঞ্জারহার]

মদনমোহন ভাগ রে ॥

পদকল্পতরু ।

** কাছনি, ধড়া । বিষাগ, বলরামের শিঙ্গা ।

বেণু মুরলী, তিন্ন তিন্ন প্রকার বংশী । আণুরী,

গোকর নাম ।

শচীদেবীর পুত্রবিয়হ ।

তাবে গদ গদ বুক, গোঁরাডের চাঁদমুখ,
ভাবিতে শুইলা শচী মায় ।

কনক কথিত জন্ম,* গোঁর সুন্দর তনু, [যেন]
আচম্বিতে দরশন পায় ॥

মায়েরে দেখিয়া গোঁরা, অকণ নয়নে ধারা,
চরণের ধূলি নিল শিরে ।

সচকিতে উঠে মায়, ধেরে কোলে করে তার,
ঝর ঝর নয়নের নীরে ॥

হুঁহু প্রেমে হুঁহু কঁাদে, হুঁহু খির নাহি বাঁধে,
কহে মাতা গদ গদ ভাষে ।

আঙ্কল করিয়া মোরে, ছাড়ি গেলা দেশান্তরে,
প্রাণহীন তোমার হৃদাসে ॥

বে হউ মে হউ বাছা, আর না যাইও কোথা,
ঘরে বসি করহ কীর্তন ।

জীবাসাদি সহচর, পরম বৈষ্ণববর,
কি ধরম সন্ন্যাস করণ ॥

এতেক কহিতে কথা, জাগিলেন শচী মাতা,
আর নাহি দেখিবারে পায় ।

কুকরি কঁাদিয়া উঠে, ধারা বহে হুঁহু দিঠে,
প্রেমদাস মরিয়া না যায় ॥

প্রেমদাস ।

বিরহ বিকল মার,° সোয়াস্তি নাহিক পার,
 নিশি অবসানে নাহি ঘুমে ।
 ঘরেতে রহিতে নারি, আসি জীবাসের বাড়ী,
 আঁচল পাতিয়া শুইল ভুমে ।
 গৌরাজ আগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি সর্বজনে,
 মালিনী বাহির হয়ে ঘরে ।
 সচকিতে আসি কাছে, দেখে শচী পড়ি আছে,
 অমনি কাঁদিয়া হাতে ধরে ॥
 উথলে হিয়ার দুখ, মালিনীর কাটে বুক,
 কুকরি কাঁদয়ে উভরায় ।
 দুঁহু দুঁহু ধরি গলে, পড়য়ে ধরনীতলে,
 তখনি শুনিয়া সবে ধায় ॥
 দেখিয়া দৌহার দুখ, সবার বিদরে বুক,
 কতমতে প্রবোধ করিয়া ।
 খির করি বসাইল, মনে দুখ উপজিল,
 প্রেমদাস যাউক মরিয়া ॥

শ্রমদাস ।

আজিকার স্বপনের কথা, শুন গো মালিনী সই,
 নিমাই আসিয়াছিল ঘরে ।
 আজিনাতে দাঁড়াইয়ে, গৃহ পানে চেয়ে চেয়ে,
 না বলিয়া ডাকিল সে মোরে ॥

ধরেতে শুইরাহিলাম, অচেতনে বাহির হলেম,
নিমাইর গলার সাড়া পেয়ে ।

আমার চরণগুলি, নিল নিমাই গিরে তুলি,
পুন কঁাদে গলার ধরিয়ে ॥

তোমার প্রেমের বশে, কিরি আমি দেশে দেশে,
রহিতে নারিছু নীলাচলে ।

তোমাকে দেখিবার তরে, আইছু নদীরাপুরে
কঁাদিতে কঁাদিতে ইহা বলে ॥

আইস মোর বাছা বলি, হিরার মাঝারে তুলি,
হেন কালে নিদ্রাতঙ্গ হৈল ।

পুন না দেখিয়া তারে, পরাগ কেমন করে,
কঁাদিয়া রজনী পোহাইল ।

সেই হতে প্রাণ কঁাদে, হিয়া ধির নাহি বাঁধে,
কি করিব কহনা উপায় ।

বাসুদেব দাসে কর, গৌরাক তোমারই হয়,
নহিলে কি সদা দেখ তায় ॥

বাসুদেব দাস ।



